অগ্রযাত্রায় এডিআই

এডিআই

adi

অগ্রযাত্রায়
এডিআই
এডিআই
adi

সম্পাদক ঃ
মোহসেন আরা রুনা

প্রকাশকাল ঃ
১ নভেম্বর, ২০১৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন ঃ
মোঃ ওবাইদুল হক

মুদ্রণ ঃ
উপকুল

প্রকাশনায় ঃ
অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
বাড়ী-৭৬ (২য় তলা), ব্লক-বি, রোড-০৪, নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২, ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com
ওয়েব : www.adi-bd.org

সূচীপত্র

কিছু কথা	১
এক নজরে এডিআই	২
এডিআই ব্যবস্থাপনা	৩
এডিআই কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা	৪
সংস্থার কর্মএলাকা	৫
অগ্রযাত্রার পথ পরিক্রমায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	**৬-১৭**
এডিআই মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশনাল ফ্লো চার্ট	৭
দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা	৮
জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১০
অগ্রসর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১১
বুনিয়াদ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১৩
সুফলন ঋণ কার্যক্রম	১৫
সদস্য নিরাপত্তা তহবিল	১৭
অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি	**১৮-৩৫**
এডিআই মৎস চাষ সহায়তা কার্যক্রম	১৯
প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	২০
কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম	২২
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	২৪
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	২৬
কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচি	২৭
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	২৮
এডিআই- হেল্প আস মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র	৩০
পরিবেশ সংরক্ষণে বন্ধু চুলার সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৩৪
বিভিন্ন দিবস উদযাপন	৩৫
এডিআই এর অন্যান্য কার্যক্রম	**৩৬-৩৯**
মানবসম্পদ উন্নয়ন	৩৭
আভ্যন্তরিন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	৩৮
আলোকচিত্রে এডিআই	৩৯
আর্থিক স্বয়ংভরতায় এডিআই	**৪০-৪৮**
আর্থিক বিশ্লেষন	৪১
অডিট রিপোর্ট	৪৩
এডিআই-এর বিভিন্ন প্রকল্প অফিস ও ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা	৪৯

কিছু কথা

সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম ২০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দরিদ্র জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিআই ১৯৯৪ ইং সন হতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানামুখী প্রতিবন্ধকতা সংস্থার উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির গতিধারাকে ব্যাহত করতে পারেনি। সংস্থা তার লক্ষ্য অর্জনে অগ্রযাত্রার পথ পরিক্রমায় রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

প্রথম দশকে (১৯৯৪-২০০৪) সংস্থা তৃনমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরী, সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য অধিকার সর্ম্পকে সচেতনতা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন, পানি ও পয়:নিস্কাষন, আক্ষরিক জ্ঞান দান, পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়নে প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার জ্ঞান সম্প্রসারণ, পারিবারিক আইন ও নির্যাতিতদের আইনগত সহযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। অতপর: সদস্যদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচির সূচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কর্মসুচি বাস্তবায়নের ফলাফল ইতিবাচক হওয়ায় দরিদ্র জনগণের মাঝে স্ব-উন্নয়নের তীব্র আকাংখা প্রতিফলিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় দশকে (২০০৪-২০১৪) সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের ব্যাপ্তি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এই কার্যক্রমের বিকাশমান অগ্রযাত্রায় উপকারভোগীদের মাঝে পুঁজি সরবরাহের ধারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ, অতি দরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ ক্ষুদ্রঋণ, অগ্রসর ক্ষুদ্রঋণ ও সুফলন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে সদস্যদের মধ্যে ঋণের ব্যবহারের দক্ষতা বেড়েছে এবং পরিবারে সমষ্টিগতভাবে ঋণের ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছে। অনেকেই ব্যবসায়ে সফল হয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে। উপকারভোগীদের সক্ষমতা ও কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়েছে। 'অগ্রযাত্রায় এডিআই' এই প্রতিবেদনটিতে সংস্থার সফলতা-ব্যর্থতা চিত্রায়ন করা হয়েছে।

পরবর্তী দশকে অগ্রযাত্রার পথ পরিক্রমা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আমরা দৃঢ় অঙ্গিকারাবদ্ধ। পূর্ববর্তী দশকে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি "প্রযুক্তি ভিত্তিক পরিবার কেন্দ্রিক উন্নয়ন"এর কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকারভোগী পরিবারের সুফল ভোগের নিশ্চিয়তার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্ত প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত দুই দশক সংস্থা মাঠ পর্যায় হতে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, মুখোমুখী হয়েছে অনেক সমস্যা এবং দূর্যোগের; যেমন: অদক্ষ কর্মী, ঋণ খেলাপী, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কর্মী কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ, সংস্থার পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব ইত্যাদি সংস্থার সাংগঠনিক শক্তিতে যেমনি আঘাত করেছে; তেমনি ভাবে সর্বস্তরের কর্মীদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং কর্ম কৌশল এ সকল সমস্যা নিরসনে সহায়ক হয়েছে। এতে উন্নয়ন প্রত্যয় এনেছে সর্বস্তরের কর্মীদের ও দরিদ্র জনগণের, যাদের জন্য এডিআই কাজ করে যাচ্ছে। এই সমষ্টিগত শক্তি ও মনোবল এডিআইকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সহস্র যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

"একা গড়ে না, গড়ে সবাই মিলে"

সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

মোহসেন আরা রুনা
নির্বাহী পরিচালক

এক নজরে এডিআই

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থা। দেশের কয়েকজন সমমনা উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহ, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং উন্নয়নের আত্মতাড়নার ফলে ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করে। এডিআই-এর মূল লক্ষ্য হলো, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম উন্নয়নশীল জনবহুল দেশ। এদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির অধিকাংশই সীমাহীন দারিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করছে। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠির দরিদ্রতা নিরসন ও মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে আসছে। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও মৌলিক চাহিদা পূরণে উন্নয়ন সংস্থাসমূহের অঙ্গিকার একটি নীরব বিপ্লবে রূপান্তরিত হলেও এখনও বাঁকী রয়েছে অনেক পথ অতিক্রম করার। সেই অনতিক্রম দুস্তর পথ অতিক্রমে সহায়তা করতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ; সংক্ষেপে "এডিআই" নামের এই বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা।

তাই লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠি হিসাবে ভূমিহীন ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠি, প্রান্তিক চাষী, বর্গাচাষী, মৎসজীবি এবং অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নর-নারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উন্নয়ন কর্মকান্ডে এডিআই "সমন্বিত উন্নয়ন ধারায় বিশ্বাসী" যা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে কার্যকর হয়।

এছাড়া সংস্থার আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন উদ্দেশ্য হলোঃ

- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সচেতনতার মাধ্যমে সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- দরিদ্র জনগণকে ঋণ, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্রতা দূরীকরণে সহায়তা করা।
- গ্রামীণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নত করা।
- গ্রামীণ প্রান্তিক মৎসচাষীদের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্রতা দুরীকরন করা।
- পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক গণসচেতনতা বোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।
- নারী -পূরুষ উন্নয়ন ও সমতা আনয়নে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করা যাতে নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনগোষ্ঠির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দূর্যাগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।
- মহিলা ও কিশোরীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা।
- আর্থিক অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- মাদক বিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধি সহ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ভুমিকা রাখা।

সংস্থার আইনগত ভিত্তি ঃ

- সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৩ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং ঢ-০৩০২০, তারিখঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ইং ।
- সংস্থা এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো হতে ১৯৯৫ সালে নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধীকরণ নং এফ.ডি.-৯০২, তারিখঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ইং।
- সংস্থা সার্টিফিকেট অব রেজিষ্ট্রেশন অব সোসাইটিস এ্যাক্ট XXl, ১৮৬০ ইং অনুসারে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃক ২০০১ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং এস-২৬৪২(৫৫)/২০০১,তারিখঃ ১৫ নভেম্বর ২০০১ইং ।
- সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে সনদ লাভ করে যার নং ০০৭১১-০০০২৭-০০০০৩০৩, তারিখ ২০ জুলাই ২০০৮ইং।

এডিআই ব্যবস্থাপনা

এডিআই-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ। সদস্যরা সাধারণতঃ বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হন। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে একাধিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার কার্যক্রম প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা সহ বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা হয়। সভায় প্রতিষ্ঠানের মৌলিক নীতিমালা বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের মধ্য থেকে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। এই পরিচালনা পরিষদ তিন মাস অন্তর বছরে ৪ বার নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ সভায় মিলিত হয়। সংস্থাটি ২০০১ইং সালে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী আইন দ্বারা নিবন্ধিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১৩টি বার্ষিক সাধারণ সভা, ৪৮টি নির্বাহী পরিষদের নিয়মিত সভা এবং ৪৬টি নির্বাহী পরিষদের বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। নির্বাহী কমিটি/বোর্ডের সদস্যগণ সংস্থার কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নীতি নির্ধারণ, বিধিমালা পরিবর্তন করতঃ সংস্থার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তাছাড়া মাঠ হতে দাতা সংস্থা পর্যায় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে নির্বাহী পরিচালককে সহায়তা প্রদান করে থাকে। নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সকল সদস্যগণ উচ্চশিক্ষিত এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং পরামর্শে সংস্থা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কার্য নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণের নাম ও পদবী

এম. আনিছুল ইসলাম
সভাপতি

মোঃ রকিবুল হক
পরিচালক

আয়েশা সিদ্দিকা
পরিচালক

মোহসেন আরা রুনা
নির্বাহী পরিচালক

নাজনীন আক্তার
পরিচালক

এডিআই কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক। তাঁর কাজে সহযোগিতা করছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন, কর্মসূচি এবং হিসাব বিভাগ। আঞ্চলিক অফিস কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে থেকে সরাসরি ব্রাঞ্চ পর্যায়ে কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে ১জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ১ জন হিসাবরক্ষক এবং ৪-৬ জন কমিউনিটি অর্গানাইজার রয়েছে। ৪টি আঞ্চলিক অফিস এর আওতায় ব্রাঞ্চ সমূহ পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে একজন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রয়েছে। প্রতি আঞ্চলিক অফিসের আওতায় ৪/৫টি ব্রাঞ্চের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাঠ হতে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, অনুসরণ এবং সংস্থার চাকুরী বিধি, হিসাব নীতিমালা, আইজিএ নীতিমালা অনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে।

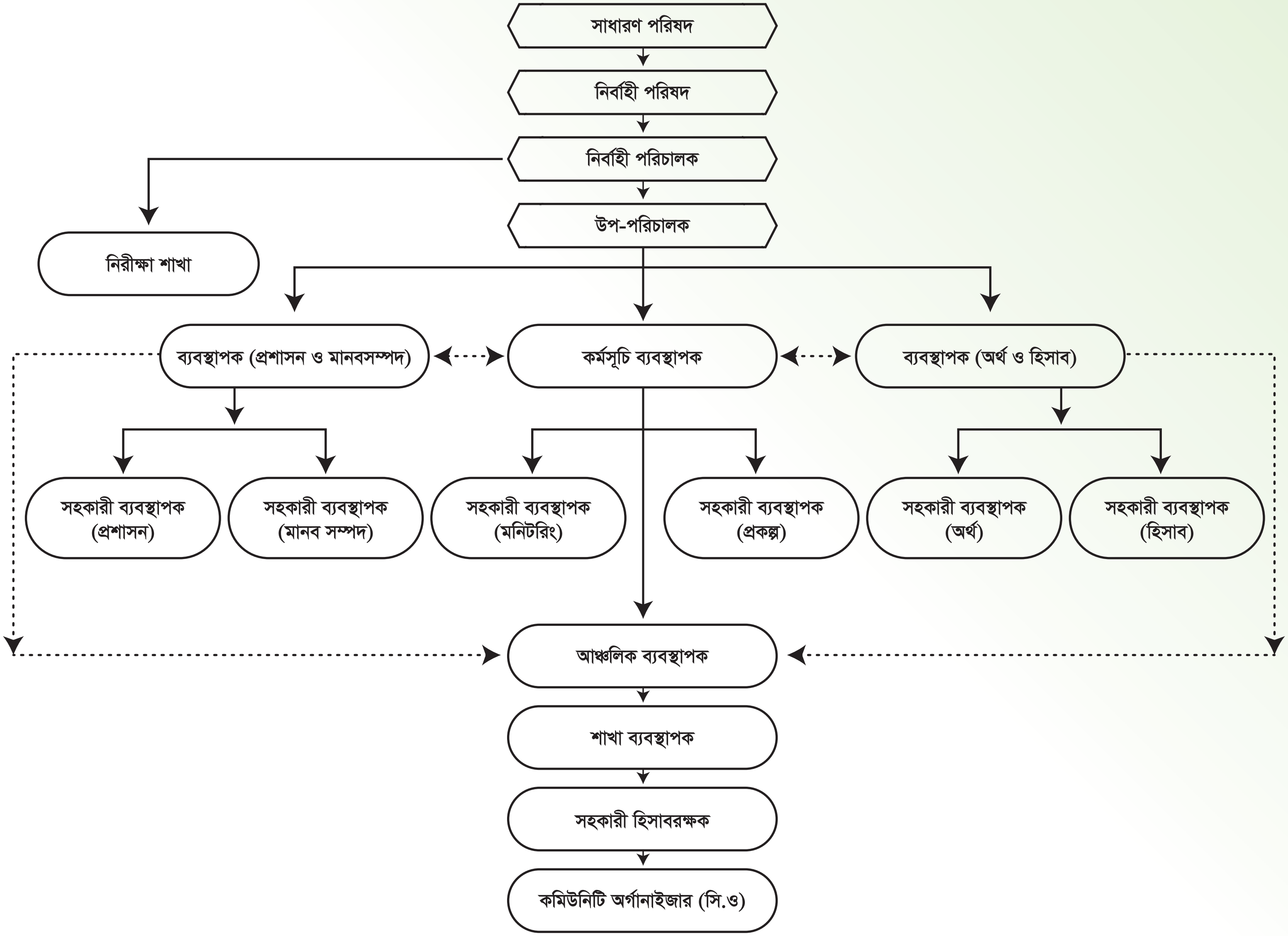

সংস্থার কর্মএলাকা

সংস্থা ৮টি জেলার ২৪টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়ন/ পৌরসভার আওতাধীন ৪৯২টি গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবেদনকালীন সময় পর্যন্ত মোট ২৯,৫০২ জন সক্রিয় সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। জেলা ভিত্তিক কর্ম এলাকার তথ্য মানচিত্রে উপস্থাপন করা হল।

অগ্রযাত্রায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

এডিআই-মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশনাল ফ্লো চার্ট

নিম্নবর্ণিত চার্টে উপস্থাপিত ধাপ ও বিবরণ অনুযায়ী সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে

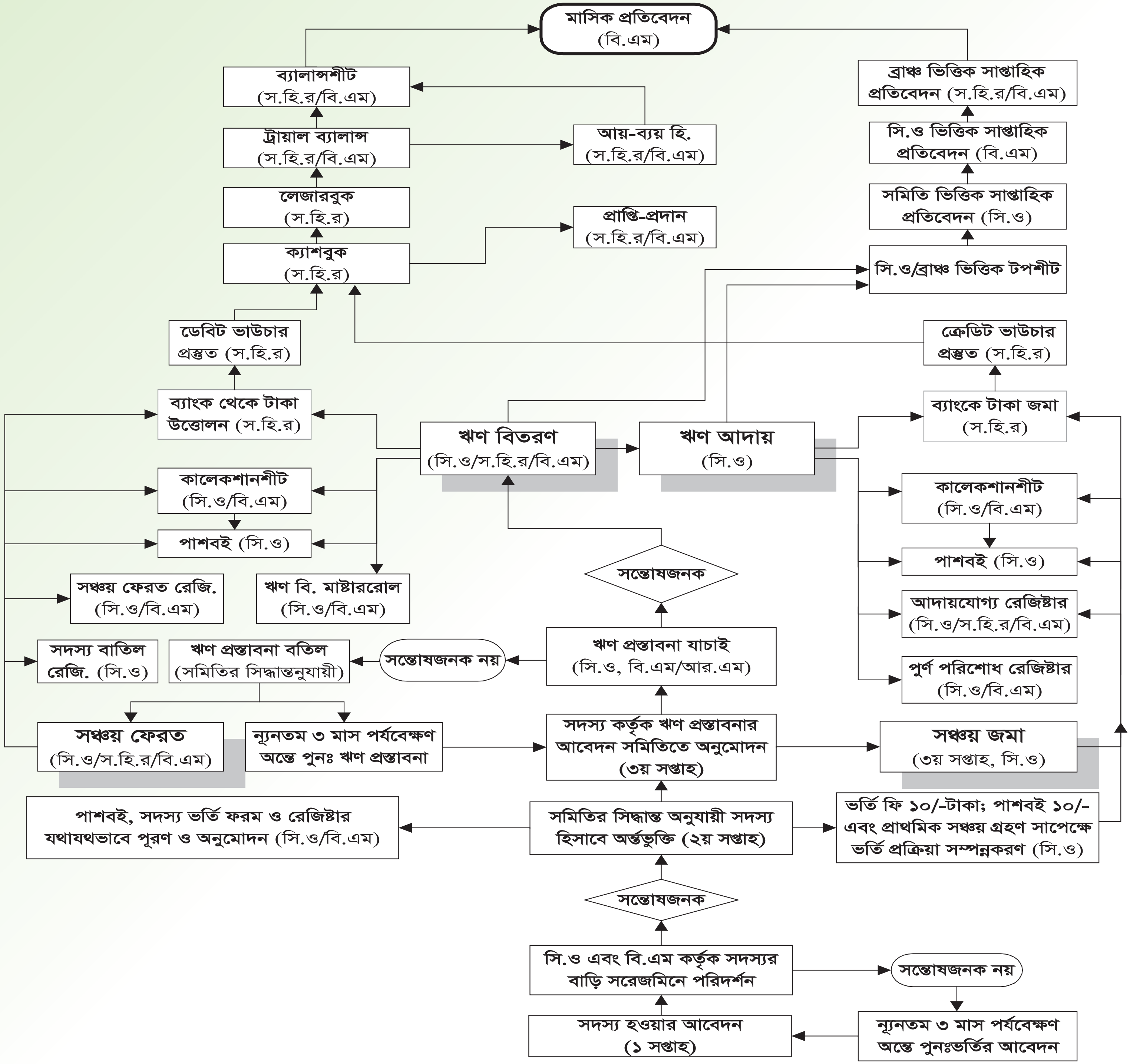

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা

এডিআই এর মূল কার্যক্রম হলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রতা কমিয়ে জীবনের মানোন্নয়ন এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পিকেএসএফ, আশা, এবি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, মিউচুয়েল ট্রাস্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এই কার্যক্রমের পরিধি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি

সদস্য সংগঠিতকরণ ঃ

টেকসই ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে উলম্ব সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে সংস্থার উপকারভোগী সংখ্যা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। জুন'২০০৮ইং এর তুলনায় জুন'২০১৫ইং শেষে মোট সদস্য সংখ্যা ১১,৩৪৫ জন বৃদ্ধি পেয়ে ২৯,৫০২ জনে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নতুন দু'টি ব্রাঞ্চ স্থাপন করায় নিম্ন টেবিলে শাখা প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

নিম্ন টেবিলে বিগত ৮ বছরের সদস্য বৃদ্ধির তথ্য উপস্থাপন করা হল ঃ

সদস্য স্থিতি-এর বছর ভিত্তিক অগ্রগতি

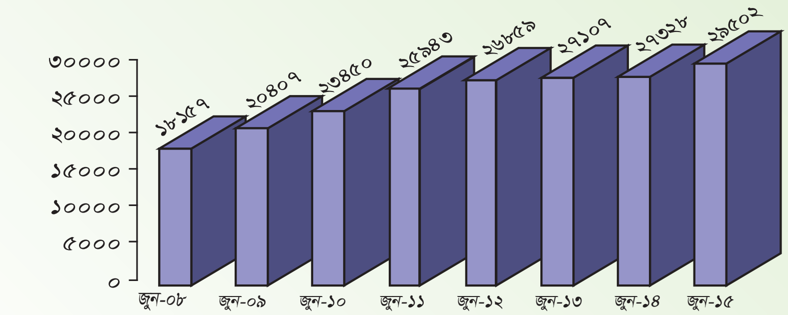

বিবরণ	জুন' ২০০৮	জুন' ২০০৯	জুন' ২০১০	জুন' ২০১১	জুন' ২০১২	জুন' ২০১৩	জুন' ২০১৪	জুন' ২০১৫
শাখা সংখ্যা	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	২০
সদস্য	১৮,১৫৭	২০,৪০৭	২৩,৪৫০	২৫,৯৪৩	২৬,৮৫৯	২৭,১০৭	২৭,৩২৮	২৯,৫০২
নীট বৃদ্ধি		২,২৫০	৩,০৪৩	২,৪৯৩	৯১৬	২৪৮	২২১	২,১৭৪
শাখা প্রতি গড় সদস্য	১,০০৯	১,১৩৪	১,৩০৩	১,৪৪১	১,৪৯২	১,৫০৬	১,৫১৮	১,৪৭৫

সঞ্চয় বিনির্মাণ ঃ

সংস্থার সক্রিয় ১,৩৪৯টি সমিতির নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যৎ-এ সদস্যরা নিজস্ব পূঁজি গঠন করতে পারে। গ্রামীণ এলাকার সদস্যরা সপ্তাহে ন্যূনতম ২০ (বিশ) টাকা এবং শহর এলাকায় ৩০ টাকা করে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় জমা করছে। প্রতি বছর সঞ্চয়ের উপর সংস্থা সর্বনিম্ন ৬% হতে সর্বোচ্চ ১২% পর্যন্ত সুদ প্রদান করে। সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয়স্থিতি ৫,২১০ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

নিম্ন টেবিল ও গ্রাফ চিত্রে এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল ঃ

সঞ্চয়স্থিতি বৃদ্ধি (কোটি টাকা)

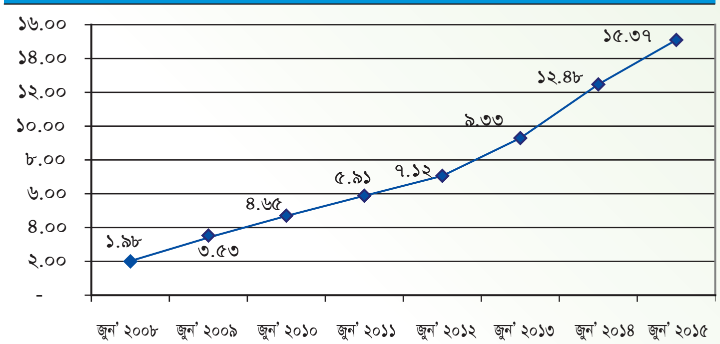

বিবরণ	জুন' ২০০৮	জুন' ২০০৯	জুন' ২০১০	জুন' ২০১১	জুন' ২০১২	জুন' ২০১৩	জুন' ২০১৪	জুন' ২০১৫
সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	১.৯৮	৩.৫৩	৪.৬৫	৫.৯১	৭.১২	৯.৩৩	১২.৪৮	১৫.৩৭
সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয়স্থিতি	১,০৯০	১,৭৩২	১,৯৮৩	২,২৭৮	২,৬৫০	৩,৪৪০	৪,৫৬৮	৫,২১০
ঋণ ও সঞ্চয়স্থিতির শতকরা হার	২২%	২৯%	৩০%	৩২%	৩১%	৩৩%	৩৮.৯৭%	৪২.৬৬%

ঋণ সহায়তা প্রদান ঃ

জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্থার সংগঠিত সদস্যদের গড় ঋণস্থিতি ১৬,৬৭৬ টাকায় উন্নীত হয়েছে। সদস্য পর্যায়ে গৃহীত ঋণের টাকার যথাযথ ব্যবহারের ফলে ঋণ চাহিদা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ১৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হলেও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তা ৬৭.৫২ কোটি টাকায় উপনীত হয়। গত আট বছরের হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রতি বছরে পুর্ববর্তী বছরের তুলনায় গড়ে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ হারে গড় ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ঋণ আদায়ের হার এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় হার-এর কাংখিত মান অর্জন অব্যাহত রয়েছে। নিম্ন টেবিল এবং গ্রাফ চিত্রে এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল ঃ

ঋণ বিতরণ এবং স্থিতি ট্রেন্ড

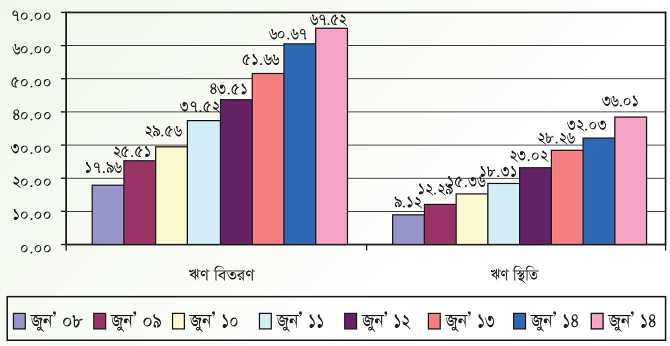

বিবরণ	জুন' ২০০৮	জুন' ২০০৯	জুন' ২০১০	জুন' ২০১১	জুন' ২০১২	জুন' ২০১৩	জুন' ২০১৪	জুন' ২০১৫
ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	১৮.০০	২৫.৫১	২৯.৫৬	৩৭.৫২	৪৩.৫১	৫১.৫৭	৬০.৬৭	৬৭.৫২
ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	৯.১২	১২.২৯	১৫.৩৬	১৮.৩১	২৩.০২	২৮.২৭	৩২.০৩	৩৬.০১
ঋণস্থিতি বৃদ্ধির শতকরা হার		৩৫%	২৪.৯৮%	১৯.১৫%	২৫.৭৭%	২২.৭৭%	১৩.৩৪%	১২.৪২%
শাখা প্রতি গড় ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	০.৫১	০.৬৮	০.৮৫	১.০২	১.২৮	১.৫৭	১.৭৮	১.৮০
ঋণী প্রতি গড় ঋণস্থিতি	৬,১২৫	৭,৪৪২	৮,৩৪৫	৯,১০৭	১০,৮৩০	১৩,৭০০	১৫,৭৫০	১৬,৬৭৬
চলতি ঋণ আদায় হার	৯৭.৪১%	৯৭.৪২%	৯৭.৪০%	৯৭.৬১%	৯৮.৪১%	৯৮.৭৬%	৯৮.৬৭%	৯৯.০০%
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় হার	৯৮.৭৩%	৯৮.৭২%	৯৮.৬৮%	৯৮.৭৩%	৯৮.৯৮%	৯৯.১৯%	৯৯.২৯%	৯৯.৩৪%
প্রতি ১০০ টাকা ঋণ বিতরণে ব্যয়		১১.২৯%	১০.৮৯%	১১.৮৯%	৯.৪৫%	১০.০০%	৮.২৩%	৮.৮৪%

সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় বতর্মানে প্রধান ৪ ধরণের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন' ২০১৫ ইং মাস পর্যন্ত এই ঋণ কর্মসূচিসমূহের সার্বিক অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হল। পার্শ্ব গ্রাফচিত্রে ঋণ খাত ভিত্তিক ঋণস্থিতির শতকরা হার উপস্থাপন করা হল। ঋণ কম্পোনেন্ট ভিত্তিক বিস্তারিত অগ্রগতি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঋণ খাত ভিত্তিক মোট ঋণস্থিতির শতকরা হার

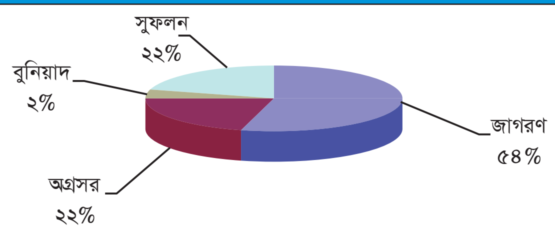

বিবরণ	চলমান ঋণ কর্মসূচি সমুহ				মোট
	জাগরণ	অগ্রসর	বুনিয়াদ	সুফলন	
সদস্য সংখ্যা	২৫৮৯৮	১৬৬৩	১৯৪১	৪৪৮২	২৯৫০২
ঋণী সদস্য	১৮৩৪৪	১৪০৮	১৩৪৪	৪৪৮২	২১৫৯৭
ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১৯.৪৭	৭.৯১	০.৮৯	৭.৭৪	৩৬.০১
সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকা)	১২.৪	২.৬২	০.৩৫		১৫.৩৭
এ যাবৎ ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	২৪২.৯৭	৬৫.৮৩	১০.৯৫	৫৫.৪১	৩৭৫.১৬

জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লাভজনক ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও পুঁজি প্রদানে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্রতা কমিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে সংস্থা বিগত প্রায় দুই দশক যাবৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যাতে সদস্যরা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হয়। ভূমিহীন, শ্রমজীবী পরিবার, প্রান্তিক চাষী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং দারিদ্রতা নিয়ে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া জনগণকে সংগঠিত করে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এডিআই-এর সাপ্তাহিক সমিতি সভা

অর্জন ঃ বর্তমানে ৮টি জেলায় ১৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ১,৩৪৯টি সমিতিতে ২৫,৯৯৮ জন সদস্যর মাঝে জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন'২০১৫ ইং মাস পর্যন্ত মোট ৯৬,৯০৮ জনকে ২৪৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৮,৩৪৪ জন সদস্যর নিকট ঋণস্থিতি ১৯.৪৭ কোটি টাকা, সাধারণ সঞ্চয়ের স্থিতি রয়েছে ১২.৪০ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৩৫%। অত্র কার্যক্রমের মোট ঋণস্থিতির শতকরা ৩০ ভাগ পিকেএসএফ-এর ঋণ সহযোগিতায় পরিচালিত। অবশিষ্ট অংশ সংস্থার অভ্যন্তরীণ উৎস হতে নির্বাহ করা হয়েছে। নিম্নে অত্র কার্যক্রমের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অবস্থা উপস্থাপন করা হল ঃ

ক্র নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
১	সদস্য	২৬,৪৫০	২৫,৮৯৮	৯৭.৯১%
২	সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	১২.৬৫	১২.৪০	৯৮.০২%
৩	ঋণী সদস্য	২০,০৭০	১৮,৩৪৪	৯১.৪০%
৪	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৩৫.৮৯	৩৪.১০	৯৫.০১%
৫	ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১৯.৫১	১৯.৪৭	৯৯.৭৯%

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব এবং নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি হয়েছে।
- স্ব-উন্নয়নে আত্মবিশ্বাসী, নিজের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা ও কর্মদক্ষতা বেড়েছে।
- ঋণের যথাযথ ব্যবহারের সফলতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- ব্যবসায়ে অধিক পুঁজি বিনিয়োগে সদস্যদের দক্ষতা বেড়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ করা।
- স্থানীয়ভাবে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- অগ্রসর খাতে বিনিয়োগ করা।
- পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করা।
- সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় হাঁস পালন প্রকল্প

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণদান কর্মসূচি অন্যতম প্রধান কার্যকর মাধ্যম হিসাবে আজ সর্বজন স্বীকৃত। যেসকল ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্রতা দূরীকরণসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে তাদের ব্যবসা/উদ্যোগে অতিরিক্ত পুঁজির যোগান হিসেবে "জাগরণ" কার্যক্রম হতে উন্নীত "অগ্রসর" একটি কম্পোনেন্ট যা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বিকশিত রূপ। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিজস্ব ব্যবসা/প্রকল্প টেকসইকরণসহ প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জন সম্ভব হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। দাতা সংস্থা পিকেএসএফ এবং সংস্থার নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ২০০৪ সাল থেকে মাঠ পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় উদ্যোক্তাগণ বেকারী, ওয়ার্কশপ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প টেইলরিং, মিনি গার্মেন্টস, স্টেশনারী দোকান, খাবার হোটেল, কাঠের ব্যবসা, মাটির কাজ, পোল্ট্রি, গো-খামার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্লিনিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় তাঁত শিল্পে নিয়োজিত একজন উদ্যোক্তা

অর্জন ঃ বর্তমানে ১৮টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৩৪১টি সমিতিতে ১,৬৬৩ জন সদস্যের মাঝে জাগরণ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন'২০১৫ ইং মাস পর্যন্ত মোট ৬,৪২২ জনকে ৬৫.৮৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১,৪০৮ জন সদস্যর নিকট ঋণস্থিতি ৭.৯১ কোটি টাকা, সঞ্চয়ের স্থিতি রয়েছে ২.৬২ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.০৩%। অত্র কার্যক্রমে পিকেএসএফ-এর ঋণ সহযোগিতা মোট ঋণস্থিতির ১৪%। অবশিষ্ট অংশ সংস্থার অভ্যন্তরীণ উৎস হতে নির্বাহ করা হয়েছে। নিম্নে অত্র কার্যক্রমের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অবস্থা উপস্থাপন করা হল ঃ

ক্র নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
০১	সদস্য	২,০৭৭	১,৬৬৩	৮০.০৭%
০২	সঞ্চয়স্থিতি	২.৭৫	২.৬২	৯৫.২৭%
০৩	ঋণী সদস্য	১,৯৬৪	১,৪০৮	৭১.৬৯%
০৪	ঋণ বিতরণ	১৪.৪৯	১৩.০৭	৯০.২০%
০৫	ঋণস্থিতি	৭.৯২	৭.৯১	৯৯.৮৭%

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,০৪১ জন উদ্যোক্তার মধ্যে কৃষি খাতে ১৯৯ জনকে ৭২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা , প্রসেসিং খাতে ৩৫ জনকে ১১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, ক্রয়-বিক্রয় খাতে ৫৫৬ জনকে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা এবং সেবা খাতে ৭৮ জন কে ৪৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- স্থানীয়ভাবে নতুন উদ্যোক্তা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।
- সদস্যদের আয় ও তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে।
- সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে তারা পরিকল্পিতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।
- ব্যবসায়ে অধিক পুঁজি বিনিয়োগে সদস্যদের দক্ষতা বেড়েছে ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ করা।
- স্থানীয়ভাবে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ খাতে বিনিয়োগ করা।

জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় কর্ম-সংস্থান

আত্মবিশ্বাসী সালমা এখন অগ্রসরগামী

মাগুরা জেলার সদর উপজেলার বারাশিয়া গ্রামের দিন মজুর বাবা অভাব অনটনের সংসারে মাত্র ১৩ বছর বয়সে নগদ ১০ হাজার টাকায় বিয়ে হয় বেকার শফিকুলের সাথে। স্বামী বেকার বলে সালমাকে প্রায়ই শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের কটু কথা সইতে হত। সালমা তার স্বামীকে বুঝিয়ে চানাচুরের কারখানায় মাসিক ১ হাজার টাকা বেতনে কাজ দেয়। ঐ টাকায় সংসার চালিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে থাকে সে। ১ বৎসর পর জমানো ৪ হাজার টাকা এবং মহাজনের কাছ থেকে বাঁকীতে কাচাঁমাল এনে স্বামী-স্ত্রী মিলে চানাচুর বানানোর শুরু করে। শুরুতে ব্যবসায় সুবিধা করতে না পারায় ২ হাজার টাকা দেনা হয়ে তখন পুঁজির অভাবে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় বুদ্ধিমতি সালমা ২০০৫ সালে এডিআই বারাশিয়া সমিতি হতে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় লাগায়। ব্যবসা ভাল হওয়ায় ২য় দফায় ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আবার ব্যবসায় খাটায়। আস্তে আস্তে চানাচুরের ব্যবসা বড় হওয়ায় এডিআই হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে ৫০ হাজার টাকা ঋন নেয়। নিজেদের জমানো ৫০ হাজার টাকা সহ মোট ১ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে চানাচুরের সাথে বুট, ডাল, নারিকেলের নাড়ু, ঝালমুড়ি ইত্যাদি তৈরী করে। সালমাকেই ব্যবসার সবকিছু দেখতে হয়। স্বামী বিভিন্ন বাজারে উৎপাদিত পন্য বিক্রীর জন্য দিয়ে আসে। প্রায় ৮ বৎসরের ব্যবধানে ব্যবসায় স্বামী স্ত্রী ছাড়াও ১২ জন কর্মচারী কাজ করছে। প্রতি মাসে কর্মচারীদের ১৮ হাজার টাকা বেতন দেয়ার পরও ২০ হাজার টাকার মত লাভ থাকে। সমিতিতে ভর্তি হয়ে সালমা আজ ব্যবসার হিসাব নিকাশ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানো ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে।

বর্তমানে সালমা ২ ভরি স্বর্ণের গহনা, ব্যবসায় নিজস্ব পুঁজি ১লক্ষ টাকা, বেকারীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ও শ্বশুরের দেয়া জায়গায় ১টি আধাপাঁকা ঘর করেছে। সালমার স্বামী এখন সংসারের প্রতিটা বিষয় তার সাথে পরামর্শ করে। সালমার ইচ্ছা ভবিষ্যতে সংস্থার সহযোগিতা পেলে একটি বড় পাকা ঘরে স্থায়ী কারখানা নির্মাণ সহ আধুনিক মেশিন (চানাচুর, বিস্কুট বানানোর) ক্রয় করবে। আত্মবিশ্বাসী সালমা এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বুনিয়াদ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত জনগণ যারা নিজদের "অক্ষম" ভেবে উন্নয়নের সুফলভোগী হতে পারছে না সংস্থা তাদের নিয়ে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ২০০৫ সাল থেকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অতি দরিদ্র জনগণের দারিদ্র নিরসন ও জীবনযাত্রার মান ন্যূনতম মর্যাদাপূর্ণ স্তরে উন্নীত করা অত্র কার্যক্রমের প্রধানতম লক্ষ্য।

এই কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের যে কোন সময় যে কোন পরিমান সঞ্চয় উত্তোলনের সুযোগ রয়েছে এবং ভর্তি থেকে শুরু করে ঋণ প্রদান করা পর্যন্ত সদস্যকে কোন খরচ বহন করতে হয় না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পূর্বে এডিআই এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ২/৩ দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নির্বাচিত অতি দরিদ্র সদস্যদের হাসঁ-মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন এবং মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত গরু মোটাতাজা করন প্রকল্পে ১৮০ জন, হাঁস মুরগী পালন খাতে ৩০৫ জন, ছাগল পালন খাতে ১৬০ জন এবং সেলাই প্রশিক্ষনে ৭২ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

অতিদরিদ্র সদস্যদের ছাগলপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অর্জন ঃ সংস্থা এ পর্যন্ত মোট ৮,৯৬৬ জনকে এই কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, এর মধ্যে ৭,৬২২ জনকে আপগ্রেড করে পরবর্তী ধাপে জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৩৪৩টি সমিতিতে ১,৯৪১ জন সদস্যর মাঝে বুনিয়াদ ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন'২০১৫ ইং মাস পর্যন্ত মোট ৮,৯৬৬ জনকে ১০.৯৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১,৩৪৪ জন সদস্যর নিকট ঋণস্থিতি ৮৯ লক্ষ টাকা, সাধারণ সঞ্চয়ের স্থিতি ৩৫ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.০৭%। নিম্নে অত্র কার্যক্রমের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অবস্থা উপস্থাপন করা হল ঃ

ক্র নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
০১	সদস্য	১,৯৯৬	১,৯৪১	৯৭.২৪%
০২	সঞ্চয়স্থিতি	০.৪৮	০.৩৫	৭২.৯২%
০৩	ঋণী সদস্য	১,৮৭৬	১,৩৪৪	৭১.৬৪%
০৪	ঋণ বিতরণ	১.৬৫	১.৫৩	৯২.৭৩%
০৫	ঋণস্থিতি	০.৯১	০.৮৯	৯৭.৮০%

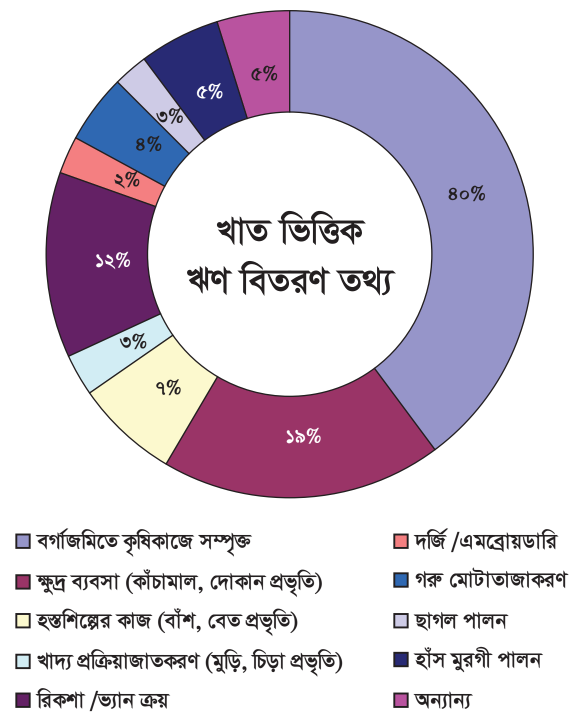

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের জীবনযাত্রার মান নূন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্তরে উন্নীত করা হয়েছে।
- অতিদরিদ্র সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অতিদরিদ্র পরিবারসমূহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- বর্তমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

ভিক্ষুকের স্ত্রী এখন ব্যবসায়ীর মা

মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার গংগারামপুর গ্রামের আলমতাজ বেগম ভিক্ষুক পঙ্গু মমিন উদ্দিনের স্ত্রী। দুই ছেলে এক মেয়ে, স্বামী ও স্ত্রী এই পাঁচ জনের সংসারে অভাব ছিল নিত্য দিনের সঙ্গী। ভিক্ষাই ছিল সংসারে আয়ের এক মাত্র পথ। একদিন প্রতিবেশীর মাধ্যমে অলমতাজ জানতে পারে এডিআই অতিদরিদ্র মহিলাদের ব্যবসার জন্য সহজ শর্তে ঋন দেয় । সে ২০০৫ সালে গঙ্গারামপুর জবা মহিলা সমিতি হতে ৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের ৫ শত টাকা দিয়ে কয়েকটি হাঁস-মুরগী ক্রয় করে এবং বাকী টাকা দিয়ে বড় ছেলে কাঁচা মালের (আলু, মরিচ, পেয়াজ, রসুন, পটল, ফুলকপি, বাধাকপি, ডাটা, বেগুন ইত্যাদি) ব্যবসা আরম্ভ করে। ছেলে ফেরি করে কাঁচামাল বিক্রি করে এবং আলমতাজ বাড়িতে হাঁস-মুরগী পুষে । আলমতাজ এডিআই হতে হাঁস মুরগীর প্রশিক্ষণ নিয়েছে । সে হাঁস-মুরগীর ছোট খাটো অসুখ বিসুখ হলে এখন নিজেই প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারে। ছেলের বিক্রির আয় হতে সংসার চালায় এবং কিস্তি পরিশোধ করে। এক বছর পর ৪ হাজার টাকা পরিশোধ হলে পুনরায় ৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির পার্শ্বে ছোট একটি মুদি দোকান দেয়। মুদি দোকান নিজেই দেখে আর কাঁথা সেলাই করে। বর্তমানে দোকান হতে মাসে প্রায় ১ হাজার ৫ শত টাকা এবং কাঁথা সেলাই করে প্রায় ৫ শত টাকা আয় করে। ছেলে আগের মতই বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাঁচা মাল বিক্রি করে।

বর্তমানে তার সংসারে আর আগের মত অভাব নাই। স্বামী ভিক্ষা বৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে। ছোট মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেছে। নগদ টাকা বা স্বর্নের গহনা না থাকলেও বর্তমানে তার ৬ টি হাঁস, ১৫ টি মুরগী ও ছোট একটি মুদি দোকান আছে। সে এখন স্বামী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে দুবেলা খেতে পারে। এখন তাকে কেউ ভিক্ষুকের স্ত্রী বলে না,বলে ব্যবসায়ীর মা।

সুফলন ঋণ কার্যক্রম

গতানুগতিক ঋণ কার্যক্রমে একজন সদস্য ক্রমাগত (সাপ্তাহিক) ঋণ ফেরত প্রদান করার ফলে তাদের আয়বর্ধক কাজের বহুমুখীকরণের জন্য চলমান পুঁজি তেমন থাকে না। প্রায়শঃ তখন তাঁরা চড়াসুদে মহাজনের কাছ হতে ঋণ গ্রহণ করে। সংস্থা বিষয়টি অনুধাবন করার পর ২০০৭ সাল হতে পরীক্ষামূলকভাবে নিজস্ব তহবিল থেকে সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি সুফলন ঋণ প্রদান করে। মাঠ পর্যায়ে এর প্রভাব ইতিবাচক হওয়ায় এবং মাগুরা, আমুড়িয়া ও কুমিল্লা অঞ্চলে এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় পিকেএসএফ এর সহায়তায় সুফলন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। সুফলন ঋণের উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের বছরের বিভিন্ন মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সুফলন ঋণ কার্যক্রমের আওতায় গরুমোটাতাজাকরণ

অর্জন ঃ বর্তমানে ১৪টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৬১৬টি সমিতিতে ৪,৪৮২ জন সদস্যর মাঝে সুফলন ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন'২০১৫ ইং মাস পর্যন্ত মোট ১৮,৪০৯ জনকে ৫৫.৪১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪,৪৮২ জন সদস্যর নিকট ঋণস্থিতি ৭.৭৪ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৭৭%। অত্র কার্যক্রমে পিকেএসএফ-এর ঋণ সহযোগিতা মোট ঋণস্থিতির ৩৯%। অবশিষ্ট অংশ সংস্থার অভ্যন্তরীণ উৎস হতে নির্বাহ করা হয়েছে। নিম্নে অত্র কার্যক্রমের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অবস্থা উপস্থাপন করা হল ঃ

ক্র নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
১	সদস্য	৪,৭৫০	৪,৪৮২	৯৪.৩৬%
২	ঋণী সদস্য	৪,৭৫০	৪,৪৮২	৯৪.৩৬%
৩	ঋণ বিতরণ	১৯.৩	১৮.৮২	৯৭.৫১%
৪	ঋণস্থিতি	৭.৭৫	৭.৭৪	৯৯.৮৭%

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরন চিত্র

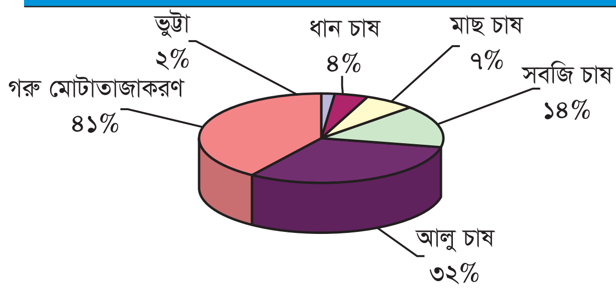

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- কৃষিকাজে স্থানীয় মহাজনী ব্যবসা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষকদের স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- কৃষিতে আধুনিক টেকসই ও কৃষকবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- ১০টি ব্লক প্রদর্শনীর (পোরাস পাইপ, ফেরোমন ফাঁদ, গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার) ব্যবস্থা করা।
- ১০টি কম্পোস্ট এবং ৪০টি ভার্মি কম্পোস্ট তৈরী ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
- প্রাকৃতিকভাবে বীজ সংরক্ষণে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা।

সুফলন ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ধান চাষ

সব্‌জীচাষী জাহানারার সাফল্য

কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার কাদুটি গ্রামের মেয়ে জাহানারা। ৫ ভাইবোনের সংসারে সে ছিল বড়। ১৫ বছর বয়সে মহিচাইল গ্রামের সবজি চাষী জলিল ভূইঁয়ার সাথে তার বিয়ে হয়। ৭ বছর আগে তার ৯ শতাংশ চাষের জমি এবং ৩ শতক জমিতে বসতবাড়ী ছিল। স্বামীর ক্ষেতে কাজের আয়ে মোটামুটি ভালভাবে সংসার চলছিল। কিন্তু বিধাতার নির্মম পরিহাস; স্বামী অসুস্থ্য হলে ৩ ছেলেমেয়ে নিয়ে তাকে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। চিকিৎসার জন্য বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন জমি ১৮ হাজার টাকায় বিক্রি করে এবং ধার করে আরও ৩০ হাজার টাকা। সংসার যখন আর চলে না তখনই ২০০৩ সালে মহিচাইল ব্রাঞ্চের ভূইয়াবাড়ী মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়।

প্রথমবার ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সে ১টি ছাগল ও কিছু মুরগী কিনে বাড়ীর আঙ্গিনায় পালন শুরু করে। ডিম বিক্রয় করে এবং বাড়ীর পাশে বেগুন, কাঁচামরিচ, ডাটা ইত্যাদি সবজি চাষ করে বাজারে বিক্রি করে কোনভাবে সংসার চালায়। ২য় বার ৮ হাজার টাকা ঋন নিয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ৫শতক জমি বন্ধক রাখে। জমিতে আলুর চাষ করে ৫ হাজার টাকা লাভ হয়। লাভের টাকা এবং পুনরায় ১২ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ১০ শতক জমি কিনে। এই জমিতে সংস্থা থেকে পর্যাযক্রমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋনের পাশাপাশি মৌসুমী ঋণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সব্জী চাষ করে (আলু, কপি,সীম,টমেটো, কাচাঁমরিচ, মূলা, লালশাক, ধনেপাতা)।

এভাবে দফায় দফায় ঋণ নিয়ে নিজস্ব জমির পরিমান বাড়ায় এবং সবজি চাষ করে। এরপর তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার সবজির জমিতে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সে আশা করছে এই মৌসুমে ৫০-৬০ হাজার টাকা লাভ করবে।

একদিন যে জাহানারা খেতে পারতো না আজ তার বড় একটি সবজির ক্ষেত রয়েছে। সে আশা রাখে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করিয়ে বড় করবে। তার পরিশ্রমের এই সাফল্য শুধু তার আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়নি, পাশপাশি তার সামাজিক অবস্থাকেও উন্নত করেছে । বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক ও দশম শ্রেণি পড়ুয়া দুই মেয়ে এবং অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছেলে স্থানীয় স্কুলে অধ্যায়নরত। ছেলে-মেয়েরা তার সাফল্যকে সম্মান করে এবং স্বপ্ন দেখে সমাজে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার।

সদস্য নিরাপত্তা তহবিল

সংস্থা কর্তৃক সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি-হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০০৮ ইং সাল হতে ঋণের পাশাপাশি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা শুরু করেছে। ঋণ গ্রহণ করার সময় সদস্য যে পরিমান টাকা ঋণ গ্রহণ করে তার ১% টাকা নিরাপত্তা তহবিলে জমা করে। এই তহবিল থেকে সদস্য কিংবা তাঁর স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কারণে সদস্যর যে পরিমাণ টাকা (আসল ও সার্ভিস চার্জ সহ) ঋণ স্থিতি থাকে তার সমপরিমাণ টাকা মওকুফ করা হয়। একই সাথে সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় নমিনিকে ফেরত দেয়া হয়। তাছাড়া, সদস্য শারিরীকভাবে পঙ্গু, দুর্ঘটনায় অঙ্গহানী বা কোন কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলে ঋণ মওকুফ সহ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৩৭ জনকে ১৮.৬১ লক্ষ টাকা ঋণ মওকুফ করে তাদের নমিনিকে ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা জমাকৃত সঞ্চয় ফেরৎ দেয়া হয়। জুন ২০১৫ ইং সাল পর্যন্ত মোট ২.৮৭ কোটি টাকা সদস্য নিরাপত্তা তহবিলে জমা করা হয় এর মধ্যে ৯৬২ জন সদস্য/স্বামীর মৃত্যু জনিত কারনে ১.১২ কোটি টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। এই তহবিলের বর্তমান স্থিতি রয়েছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। নিম্নে নিরাপত্তা তহবিল হতে বিগত ৭ বছরে প্রদানকৃত সহায়তার সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল ঃ

সন	মৃত সদস্য সংখ্যা (জন)	নিরাপত্তা তহবিল হতে অর্থ সহায়তা (লক্ষ টাকা)	সঞ্চয় ফেরত (লক্ষ টাকা)
২০০৮-০৯	১২৬	১২.১৮	১.৭২
২০০৯-১০	১৫৬	১৩.৫৬	২.৬৯
২০১০-১১	১১৮	১০.২৮	২.৯১
২০১১-১২	১১৪	১২.২৩	২.৮৫
২০১২-১৩	১৬৯	২১.১৫	৪.৮৯
২০১৩-১৪	১৪২	২৩.৮১	৫.০৩
২০১৪-১৫	১৩৭	১৮.৬১	৪.৯৫
মোট	৯৬২	১১১.৮২	২৫.০৪

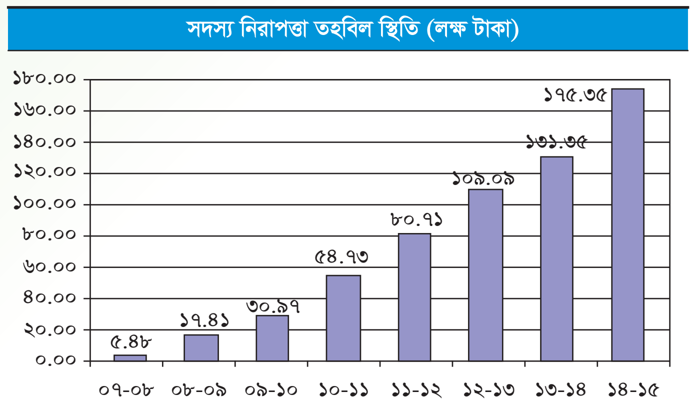

"ঋনের টাকা মওকুফ হলো লালমতির"

লালমতি বেগম, স্বামী নজরুল ইসলাম। মাগুরা জেলার বাহারবাগ গ্রামে বসবাস। ১ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে ৪ জনের সংসারে একমাত্র আয়ের উৎস ছিল স্বামীর "ডিমের ব্যবসা"। লালমতির নিজস্ব কোন জমি ছিল না শুধুমাত্র ডিমের ব্যবসার আয় দিয়ে সংসারের খরচ ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে "নুন আনতে পানতা ফুরাই" অবস্থা।

লালমতি সংসারটাকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবসাটিকে বড় করার চিন্তা করে ২০০৬ সালে বাহারবাগ চরপাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়। ১ম দফায় ৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ডিমের ব্যবসায় পুঁজি বাড়ায়। এভাবে পরপর ২য় ও ৩য় দফায় ৮ হাজার ও ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ১টি টিনের ঘর ও ১টি গাভী ক্রয় করে। এভাবে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসার ভালই চলছিল। হঠাৎ ৪ এপ্রিল, ২০১৩ইং তারিখে তার স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঋণের কিস্তি ফেরত দেওয়ার তার আর কোন উপায় না পেয়ে লালমতি চোখে সর্ষের ফুল দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সংস্থা নিরাপত্তা তহবিল হতে ৮,৪০০ টাকা ফেরত প্রদানের মাধ্যমে তার ঋণ মওকুফ করে এবং ১,৯২৯ টাকা সঞ্চয় ফেরত দেয়। উক্ত সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে লালমতি আবার ডিমের ব্যবসা শুরু করেছে। ডিমের ব্যবসা ও গাভীর দুধ বিক্রি করে কোনমতে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। সে পুনরায় সমিতিতে ভর্তি হয়ে ঋণ নিয়ে ব্যবসা বড় করার প্রত্যাশা করছে।

অগ্রযাত্রায়
বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি

মৎস্য চাষ সহায়তা কার্যক্রম

মৎস্য চাষ বিষয়ক কর্মশালা

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভবনা থাকা স্বত্বেও কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। টেকসই মৎস্য চাষ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদান এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এলাকায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্রতা দুরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর কৃষি ইউনিট এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর আওতায় ২০১৪ ইং সাল হতে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অর্জন: গত এক বছরে ৪টি প্রযুক্তির মাধ্যমে ৫৫টি প্রদর্শনী পুকুর বাস্তবায়ন করা হয়েছে । প্রযুক্তি সমুহ হচ্ছে ১) কার্প গলদা ও তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ২) কার্প জাতীয় মাছের সাথে দেশী কৈ ও ভিয়েতনাম কৈ এর মিশ্র চাষ ৩) কার্প মলার মিশ্র চাষ ৪) কার্পের সাথে দেশী শিং মাগুর, টেংরার মিশ্র চাষ। চাষীদের কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫টি ব্যাচে মোট ১৯০ জনকে নিয়ে মতবিনিময় সভা এবং কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষের উপর ৪টি ব্যাচে ১০০ জনকে ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন ২০১৫ইং পর্যন্ত মাগুরা এবং কুমিল্লা জেলায় ১৪৫৭ জন মাছ চাষীকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩০৪ জন মাছ চাষীর মাঝে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮২ লক্ষ টাকা ঋণ স্থিতি রয়েছে।

মৎস্য চাষ কর্মসূচিতে সংস্থার অভিজ্ঞতা ঃ সংস্থা ১৯৯৮ হতে ২০০৫ ইং সন পর্যন্ত মাগুরা, ফরিদপুর এবং কুমিল্লা জেলায় USAID-এর আর্থিক এবং ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টারের কারগরী সহায়তায় ডিএসএপি প্রকল্পে মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। এই কার্যক্রমের আওতায় ৫০০০ জন মৎসচাষীকে বুনিয়াদি এবং অনুসরণ প্রশিক্ষণ প্রদান, ৯১টি র‌্যালির আয়োজন এবং প্রত্যেক চাষীকে ২০০০/-টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। USAID-এর আর্থিক এবং প্রশিকা ও Bangladesh Agriculture Research Council এর কারগরী সহায়তায় ১৯৯৯-২০০১ ইং পর্যন্ত ATTP (Agriculture Technology Transfer Project) এর আওতায় কার্প এবং গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষ প্রকল্পে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৪ জন চাষীকে কার্প -গলদা মিশ্র চাষে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ৫দিন ব্যাপি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং পরে ২দিনের অনুসরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪টি পুকুরে (৪.৫৩একর জায়গায়) কার্প এবং গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ করা হয়েছে এবং ৪টি মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সংস্থা ১৯৯৭ হতে ২০০১ইং পর্যন্ত ইফাদেপ এস পি- ২ এবং এস পি -৩ প্রকল্পে খাদ্য সহায়তায় ৫টি মজা পুকুর পুন:খনন করে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সহায়তা প্রদান করায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মাছ চাষীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বাড়ীর আশেপাশে সকল ডোবা/পুকুর মাছচাষের আওতায় এসেছে।
- এলাকায় মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্থার ভবিষৎ পরিকল্পনা ঃ

- বর্তমান কার্যক্রম চলমান রাখা এবং সম্প্রসারণ করা।
- ভাল মাছচাষীদের পুকুর আন্যান্য চাষীদের দ্বারা ক্রস ভিজিট এর মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
- ভিত্তিমুলক (ফাউন্ডেশন) ট্রেনিং এর পাশাপাশি ফলোআপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা চলমান রাখা।
- প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদান ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে শতাংশ প্রতি উৎপাদন বাড়িয়ে লাভজনক করা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্প ও দেশী কৈ এর মিশ্র চাষ প্রদর্শনী পুকুর

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

গবাদি পশু পালনে আধুনিক এবং টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশীয় জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, অপুষ্টি দুরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা দুর করার লক্ষ্যে এর আওতায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার মহিচাইল এবং নবাবপুর শাখায় "কৃষি ইউনিট এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিট" এর আওতায় অত্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক. খামারী নির্বাচন ঃ বয়স, শারীরিক যোগ্যতা, গবাদিপশু পালনে অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং বর্তমানে পশু পালন করছে এমন মোট ১১৮ জন আগ্রহী খামারী নির্বাচন করা হয়।

খ. প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ ইউনিটের আওতায় মোট ১৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ছাগল পালনে ৯৮ জন, গাভীপালন ও গরু মোটাতাজাকরণ ৪৯ এবং ভার্মি কম্পোস্টের উপর ৫০ জনকে ১ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ, স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষকগণের আন্তরিকতার ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়।

গ. মাচায় ছাগল পালন ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত পালনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আত্ন কর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বিধায় সংস্থা প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর আওতায় সদস্যদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত পালনে উৎসাহিত করছে। স্বল্প পুঁজি, অল্প জায়গা, কম খাদ্য খরচ এবং বছরে দুইবার এবং প্রতিবার দুই এর অধিক সংখ্যক বাচ্চা প্রসব করে। ১০টি অতিদরিদ্র এবং ১৪টি দরিদ্র পরিবার মোট ২৪টি পরিবারে মাচায় ছাগল পালনের জন্য সংস্থা আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ৪২০টি ছাগলকে টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ. গরু মোটাতাজাকরণ ঃ খামারীরা সাধারনত বছরে ১ বার কোরবানী ঈদের জন্য গরু মোটাতাজাকরণ করে বছরে ১ বার উপার্জন করে থাকে। কিন্তু আধুনিক উপায়ে ৩-৪ মাস গরু মোটাতাজাকরণ করলে বছরে ৩-৪ বার উপার্জন করার সুযোগ থাকে। সংস্থা বিষয়টি চিন্তা করে মোট ৫০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ এর উপর আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছে। সংস্থার দক্ষ কর্মকর্তা নিয়মিত খামার পরিদর্শন করে উন্নত খামার তৈরীর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করছে। মোট ১৪টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী অর্থবছরে উন্নত প্রযুক্তিতে গরু মোটাতাজকরণে ২০ জন উদ্যোক্তা তৈরী করতে সমর্থ হবে।

ঙ. গাভী পালন ঃ সংস্থা উন্নত জাতের গাভী পালন, জাত উন্নয়নে এবং দীর্ঘমেয়াদী অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভী পালনে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার প্রদান করছে। মোট ১৬টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে।

এই কর্মসূচীর আওতায় মহিচাইল এবং নবাবপুর শাখার সদস্যদের গবাদিপশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান সহ কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪২০টি ছাগল এবং ৩৫২টি গরুকে টিকা প্রদান সহ ১১৫০টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জুন ২০১৫ ইং পর্যন্ত কুমিল্লা জেলায় ৫২৬ জন খামারিকে ৯৬ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ছ. মাচায় ব্রয়লার মুরগী পালন ঃ দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৩৮% পোল্ট্রি শিল্প এই খাত থেকে আসে। ব্রয়লার মুরগী বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনকারী মুরগী সমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাত। অধিক দৈহিক বৃদ্ধির কারনে এসব মুরগী মাত্র ৫-৮ সপ্তাহ পালন করে বাজারজাত করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাচায় মুরগী পালন এর মাধ্যমে আলোক ব্যবস্থাপনা, জীবনিরাপত্তা, মৃত্যুহ্রাস এবং সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি নতুন হওয়ায় এলাকার জনগণকে এই পদ্ধতিতে খামার তৈরীতে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সংস্থার দলীয় সদস্যদের দ্বারা মাচা পদ্ধতিতে মোট ৪টি প্রদর্শনী খামার স্থাপনে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে পূর্বের তুলনায় লাভ বেশী হওয়ায় মাচা পদ্ধতি চলমান রাখার বিষয়ে খামারিরা আগ্রহ প্রকাশ করে।

জ. ভার্মি কম্পোস্ট ঃ কেঁচো সার একটি পরিবেশ বান্ধব জৈব সার। মাটির উর্বরতা রক্ষায় জমিতে কেঁচো সার প্রয়োগ একটি নতুন প্রযুক্তি। ১০০০-১৫০০টি কেঁচো ২০-২৫ কেজি কাঁচা গোবরে ৮-১০ দিন রেখে দিলে, গোবর খেয়ে যে মল ত্যাগ করে তা ৫০-৬০ দিনের মধ্যে সার তৈরী হয়। এই সার শাকসব্জি, ফল, ফুল, ফসলের মাঠে এবং মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এলাকায় এই প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬০টি প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনী প্লট হতে সার তৈরী ও ব্যবহার এর উপকারিতা দেখে এলাকার ১৬ জন চাষী এই সার তৈরীতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

ঝ. কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ঃ কর্ম এলাকার জনগণের মাঝে কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য "কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়। মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে সংস্থার শাখা অফিসে অথবা ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলন কক্ষে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার সদস্য এবং কর্ম এলাকার চাষীরা কৃষি, প্রাণি এবং মৎস্য চাষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে জন্য উপজেলা কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ৮টি পরামর্শ সভার মাধ্যমে ৩৫৬ জন চাষীকে সেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া চাষীরা কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাৎক্ষনিক সমাধান করে থাকে।

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি

সংস্থার সামগ্রীক উপকারভোগীদের মধ্যে ৭০% কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উন্নয়নে যুগপোযোগী, সহজলভ্য লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার মহিচাইল এবং নবাবপুর শাখায় পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কৃষি ইউনিট এবং প্রাণি সম্পদ ইউনিট এর আওতায় অত্র কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখিত প্রকল্পের মোট বাজেট ছিল ২২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কৃষির সাথে সরাসরি জড়িত সংস্থার দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী চাষী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়ন, প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য মাঠ দিবস উদযাপন এবং কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

ক. চাষী নির্বাচন ঃ কৃষি ইউনিটের আওতায় মোট ১৩৯ জন আগ্রহী চাষী নির্বাচন করা হয়। সংস্থার দলীয় সদস্য যাদের কৃষি ও মাছ চাষে অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে চাষ করছে এদেরকে চাষী হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

খ. প্রশিক্ষণ ঃ

উপকারভোগী ঃ মোট ১৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১৩৯ জন মূল এবং ৫৫ জন অনুসরণ চাষী। উল্লেখ্য যে, মাছ চাষে ৭৫ জন এবং কৃষি বিষয়ক ১১৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাছ চাষীদের ৩টি ব্যাচের মাধ্যমে ২দিন ব্যাপি এবং কৃষি বিষয়ক চাষীদের ৪টি ব্যাচের মাধ্যমে ১ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কর্মী ও কর্মকর্তা ঃ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আক্রামুল ইসলাম, মৎস্য কর্মকর্তা, মোঃ মজনু মিয়া, শাখা ব্যবস্থাপক এবং সার্থক চন্দ্র মন্ডল, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা - কে মারিয়া মডেলে গ্রামীণ নারীর বীজ প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পিকেএসএফ এর আয়োজনে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া হতে প্রদান করা হয়। তাছাড়া এমএম মাশরাফি, কৃষি কর্মকর্তা-কে গ্রীষ্মকালিন সবজি উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বারি, জয়দেবপুর হতে এবং গুটি ইউরিয়া ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ খামারবাড়ী ও শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা হতে প্রদান করা হয়।

গ. প্রদর্শনী প্লট ঃ মোট ১৩৯টি প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে গুটি ইউরিয়া ২টি, ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ৬টি, গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরী ১০টি, মারিয়া মডেল পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ ৪০টি, পোরাসপাইপ ২টি উচ্চফলনশীল ৪টি এবং বসতবাড়িতে সবজিচাষ ২০টি। তাছাড়া ৪টি প্রযুক্তি যেমনঃ ১. কার্প মলা মিশ্রচাষ ২. কার্প গলদা তেলাপিয়া মিশ্রচাষ ৩. কার্প এবং দেশী কৈ, ভিয়েতনাম কৈ অথবা একক কৈ চাষ ৪. দেশী শিং মাগুরের সাথে কার্প চাষ ৫৫টি প্রর্দশনী পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। তাছাড়া ১টি প্লটে গ্রীষ্মকালিন টমেটো চাষ করা হয়।

কার্যক্রমসমূহ :

ক. গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ব্লক প্রদর্শনী ঃ ধান চাষে ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগের ফলে ৭০% পর্যন্ত অপচয় রোধ করার বিকল্প প্রযুক্তি হিসেবে দানাদার ইউরিয়াকে বড় গুটিতে রূপান্তরিত করে মাটির ৭-১০ সে:মি: (৩-৪ ইঞ্চি) নিচে পুঁতে ফসলে ব্যবহার সংক্রান্ত চাষীদের সচেতনতার জন্য সংস্থার কর্ম এলাকায় ২টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়।

ফলাফল ঃ নুতন প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ২ একর জমিতে ৪৩,৫০০/- টাকা খরচ করে ধান উৎপাদন হয়েছিল ৮৫ মন। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলতি বছরে একই জমিতে ৪২,৩০০/- টাকা খরচ করে ৯৫ মন ধান উৎপাদন হয়। উল্লেখ্য যে, চলতি বছরে শীলা বৃষ্টির কারনে ১০% ফসল ক্ষতি হয়েছে অন্যথায় ২০% এর মত উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। গত বছরের তুলনায় ভাল ফলন এবং উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে চাষীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। মাঠ দিবসে উপস্থিত ৬২ জন চাষীদের মধ্যে হতে ৫ জন চাষী এই প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করে।

খ. ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্লক প্রদশনী ঃ ফসলের ক্ষেতে পোকার আক্রমন রোধে চাষীদের কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে আইপিএম (সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা) এর ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার সংক্রান্ত ৬টি ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। প্রদর্শনীর ফলাফল নিয়ে একটি মাঠ দিবস উৎযাপন করা হয়। মাঠ দিবসে উপস্থিত ৫২ জন চাষীর মধ্যে ৮ জন আগামী সবজি মৌসুমে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ২ জন চাষী ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে। আগ্রহী চাষীদের সংস্থা থেকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

গ. মারিয়া মডেল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ঃ ভাল বীজ ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলেও সরকারি পর্যায়ে ভাল বীজ উৎপাদন ও বিতরণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত। চাষীরা ফসলের একটি অংশ বীজ হিসাবে সংরক্ষণ এবং পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহার করে থাকে। চাষীদের বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সর্ম্পকে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারনে বীজ খুবই দুর্বল মানের হয়ে থাকে। ফলে আশানুরূপ ফলন পায় না। মানসম্মত বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত "মারিয়া মডেল" পদ্ধতি সংক্রান্ত ৪০ জন চাষীকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে ২২ জন অনুসরণ চাষী মূল চাষীকে অনুসরণ করছে। উল্লেখ্য যে, ফসলের বীজ নির্বাচন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজের বেশীরভাগ গ্রামীণ মহিলারা করে থাকে; বিধায় সংস্থা নারীদের এই প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

ঘ. কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও প্রদর্শনী ঃ জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে তাৎক্ষনিক ভাল ফলন পাওয়া গেলেও দীর্ঘ মেয়াদী মাটির হিউমাস কমে গিয়ে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। জৈব সার (কম্পোস্ট সার) মাটির পানি ও বাতাস ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে কম্পোস্ট সার ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংস্থা মোট ১০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপনে কারিগরী ও আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করেছে। কম্পোস্ট সারের গুনাগুন দেখে আশেপাশের ৮ জন চাষী নিজের উদ্যোগে কম্পোস্ট সার তৈরীর করেছে।

ঙ. বসতবাড়িতে শাকসব্জি ও ফলমুল উৎপাদনের জন্য প্রদর্শনী স্থাপন ঃ বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পরিকল্পিতভাবে শাকসব্জি এবং ফলমূল চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পুরণ ও উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করে বাড়তি আয়ের সংস্থানে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ২০ জন সদস্যর বসতবাড়িতে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ১০ জন সদস্য সারাবছর ব্যাপী পুঁইশাক, ডাটা, কাঁচামরিচ, পেঁপে, বেগুন এবং ধনে পাতা উৎপাদন করে বাড়ীর চাহিদা মিটিয়ে ৫০০/৬০০ টাকার সবজি বাজারে বিক্রয় করছে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাশাপাশি বাড়ীর ১৫ জন মহিলা সদস্য নিজ উদ্যোগে বাড়ির আঙ্গিনায় পরিকল্পিতভাবে শাকসব্জি এবং ফলমুল চাষ করছে।

চ. উচ্চফলনশীল প্রদর্শনী স্থাপন ঃ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাত ও আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রযুক্তি কর্ম এলাকার চাষীদের মধ্যে সম্প্রসারণের জন্য ৪টি উচ্চফলনশীল (২টি ধান, ১টি করে গম এবং বাদাম) জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হয়। উচ্চফলনশীল জাতের উপর ১টি মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়। মাঠ দিবসে উপস্থিত চাষীদের মধ্যে ২ জন চাষী উচ্চফলনশীল জাতের চাষে আগ্রহ প্রকাশ করে।

ছ. গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ প্লট প্রদর্শনী ঃ কুমিল্লা এলাকায় শীতকালে প্রচুর টমেটো উৎপাদন হলেও গ্রীষ্মকালে কোন টমেটো উৎপাদন হয় না। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশী এবং খরচ বেশী হওয়ায় চাষীরা ঝুঁকি মনে করে। চলতি বছরে সংস্থা পরীক্ষামূলকভাবে ১টি প্লটে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ শুরু করেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

টেকসই দারিদ্র দূরীকরণ এবং দরিদ্র পরিবারে সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচি সেপ্টেম্বর ২০১৪ইং সন হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আর্থিক সহায়তায় নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালি ইউনিয়নে ৪,২৯৫টি (খানা) পরিবারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগণকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেশে একটি মর্যাদা সম্পন্ন সমাজ সৃষ্টি করা। স্বাস্থ্যসেবা, শিশুশিক্ষা, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ এবং ঋণসহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত জনবল ঃ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে একজন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, স্বাস্থ্য সহকারী ১ জন এবং ৬ জন স্বাস্থ্য সেবিকা। তাছাড়া, শিক্ষা কার্যক্রমে ১ জন শিক্ষা সুপারভাইজার ও ২৫ জন শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালকের দিক নির্দেশনায় প্রোগ্রাম ম্যানেজার (কার্যক্রমের ফোকাল পার্সন) মাঠপর্যায়ে এবং দাতা সংস্থার সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমন্বয় করে থাকে। তাছাড়া কার্যক্রমের কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে এই কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য ৬ জন স্বাস্থ্য সেবিকা এবং ২৫ জন শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নড়াইল সদর হাসপাতালের সিনিয়র ডাঃ মোনজেরুল মোর্শেদ মুন এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), মেডিকেল অফিসার, নড়াইল সদর হাসপাতাল, নড়াইল এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সহকারী স্বাস্থ্য সেবিকাদের ৩ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তাছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টার ট্রেইনার এবং সংস্থার সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজার শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের ২ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান কার্যক্রম ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত সদস্যদের উন্নত ও সুষম স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অসুস্থতার কারণে আর্থিক ক্ষতি লাঘব এবং জীবন জীবিকার উন্নয়নে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। তাছাড়া রুগ্ন স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন পুষ্টিহীন গর্ভবতী মায়ের গর্ভ হতে শিশু জন্মের পর সঠিক পুষ্টির অভাবে শিশুরা অসুস্থ্য থাকে। স্বাস্থ্য কার্ডধারী অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের অপুষ্টিজনীত রোগপ্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা ঃ প্রতি স্বাস্থ্য সেবিকা মাসে ৫০০টি এবং দৈনিক ২০/২৫টি পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা, রোগের তথ্য সংগ্রহ এবং রোগের ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসা ও পরামর্শ, নবজাতকের পরিচর্যা, শাল দুধ খাওয়ানো, ০-৫ বছরের সকল শিশুর টিকা, শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টিকর খাবার প্রদান, কিশোরী মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্য, গর্ভবতী মায়ের গর্ভবস্থা হতে প্রসবত্তোর পর্যন্ত পরিচর্যা এবং সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও সঠিক পদ্ধতি গ্রহণে পরামর্শ এবং বয়স্ক সদস্যদের রক্ত-চাপ, ডায়াবেটিক পরীক্ষা নিয়মিত করে থাকে। সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিক ক্লিনিকে, অপেক্ষাকৃত জটিল ও কঠিন রোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এবং জরুরী রোগের ক্ষেত্রে নিকটস্থ সরকারি-বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান ও প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

স্ট্যাটিক ক্লিনিক ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচির নির্ধরিত অফিসে দৈনিক দুপুরের পর ইউনিয়নের অসুস্থ্য জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভবস্থায় যত্ন, উর্চ্চ রক্ত চাপ, জ্বর, আমাশয়, ডায়রিয়া, ডায়বেটিক চেকআপ এবং সাধারন রোগের চিকিৎসা এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়। জটিল রোগের ক্ষেত্রে সংস্থার স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এবং জরুরী ভিত্তিতে সরকারী হাসপাতালে রেফার করে থাকে। ক্লিনিকে দৈনিক গড়ে ৬-৮ জন রোগী আসে। এ পর্যন্ত ৫৩২ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ স্ট্যাটিক ক্লিনিক এর পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতি সপ্তাহে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নড়াইল সদর হাসপাতালের অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ উপস্থিত থেকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। রোগীর চাহিদার ভিত্তিতে স্থান নির্ধারণ করে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে গড়ে ৩৫-৪০ জন করে রোগী উপস্থিতি থাকে। মোট ৩৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১,১০২ জন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ ত্রৈমাসিক ভাবে বিশেষ রোগের উপর স্বাস্থ্য ক্যাম্প করা হয়। এ পর্যন্ত মেডিসিন, গাইনী এবং নাক কান গলা রোগের চিকিৎসার ক্যাম্প করা হয়েছে। ৩টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ৫১৫ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। চক্ষু চিকিৎসার জন্য বিশেষ ক্যাম্প করা হয়েছে। ক্যাম্পে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরেশ কুমার নন্দী, এমবিবিএস, বিসিএসস্বাস্থ্য, এমওসিএস, নড়াইল সদর হাসপাতাল, ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ মুন এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), মেডিকেল অফিসার, নড়াইল সদর হাসপাতাল এবং ডাঃ মহসিন আল নুর এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স, কালিয়া, নড়াইল উপস্থিত ছিলেন। গাইনী ডাক্তারা হলেন ডাঃ রোখসানা বিনতে আকবর এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমডি (নেফ্রোলজী) গাইনী বিশেষজ্ঞ, নড়াইল সদর হাসপাতাল, নড়াইল, ডাঃ এম এ মান্নান এমবিবিএস, পিজিটি(গাইনী) স্ত্রী ও প্রসূতি বিদ্যায় অভিজ্ঞ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নড়াইল এবং ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ মুন এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), মেডিকেল অফিসার, নড়াইল সদর. নাক কান গলা ডাঃ এস. এম আখতারুজ্জামান (আখতার), এমবিবিএস (ডিএমসি); ডিএলও; এফসিপিএস, ইএনটি; কোর্স বিএসএম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি, হাসপাতাল, ঢাকা) এবং ডাঃ মুন্সী ফয়জুল রাব্বী রমি এমবিবিএস (ডি,ইউ), বিসিএস (স্বাস্থ্য) সিসিডি (বারডেম), সিএমইউ (অল্ট্রা-সনোগ্রাফী), ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ মুন এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), মেডিকেল অফিসার, নড়াইল সদর হাসপাতাল। নড়াইলে বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প এর মাধ্যমে ১২২ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। চক্ষু রোগীদের মধ্যে বাছাইকৃত গরীব ১০ জনকে চোখের অপারেশন করা হয়। নড়াইল চক্ষু হাসপাতালে তাদের বিনামূল্যে চোখের অপারেশন করা হয়। চক্ষু রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করেন, ডাঃ রাহাত আনোয়ার চৌধুরী এমবিবিএস, এমএসসি (লন্ডন) চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন মাগুরা শিশু ও চক্ষু হাসপাতাল, মাগুরা। ডাঃ সুবোধ রঞ্জন বিশ্বাস এমবিবিএস, চক্ষু রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাগুরা শিশু ও চক্ষু হাসপাতাল, মাগুরা। ডাঃ মুন্সী ফয়জুল রাব্বী রমি, এমবিবিএস (ডি,ইউ)। ক্যাম্পের প্রচারণার জন্য লিফলেট, পোস্টার এবং মাইকিং করা হয়। বিশেষ ক্যাম্প করার পূর্বে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা ও উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পেই স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। তাছাড়া যে এলাকায় ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয় সেখানকার সমাজপতিগণ উপস্থিত থাকেন।

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র ঃ শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে স্বপ্ন তৈরী করা, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, স্কুল ভীতি দূর করা এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করা। দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের দরিদ্র পিতামাতা নিরক্ষর; বিধায় সন্তানদের পড়া তৈরীতে সহায়তা করতে পারে না। ফলে সন্তানরা স্কুলে সন্তোষজনক ফলাফল করতে না পারায় সহপাঠিদের সামনে লজ্জা পেয়ে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ২য় শ্রেণিতে অধ্যায়নরত, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পাঠ তৈরীতে সহযোগিতা করার জন্য পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ৬০২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে মোট ২৫টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে শিক্ষিকাসহ অভিভাবকদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজার প্রতি মাসে ২ বার কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে থাকে। পরিদর্শনের সময় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠদান, পাঠদান পদ্ধতি, পরিস্কার পরিচ্ছনতা, মৌলিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি দেখেন এবং মনিটরিং খাতায় পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শুক্রবার এবং সরকারি ছুটি ব্যতিত প্রতিদিন ২ ঘণ্টা পাঠদান চলে।

পিকেএসএফ-এর সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব ফজলে হোসেন কর্তৃক সংস্থা বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন।

মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠি বাছাই করতে গিয়ে এডিআই মহিলাদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সমাজে অবহেলিত, নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ে সচেতন করার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্থা শুরু থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচি এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার পরিচালিত মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল পারিবারিক আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও নির্যাতিতদের আইন সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।

স্ব-কর্ম সংস্থানে নিয়োজিত অবহেলিত নারী

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ সংস্থা কর্তৃক সংগঠিত দলগুলির সদস্য ও সদস্যাদের পরিবার এবং পার্শ্ববর্তী মহিলাদের নিয়ে দলীয় সভা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তাদেরকে মানবাধিকার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য, মাতৃ স্বাস্থ্য, জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং বাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জী চাষ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন শিক্ষার মাধ্যমে কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। ইতিমধ্যে, মোট ৫১টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৮৮টি দলের ৭৯৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া, এ পর্যন্ত মাগুরা অঞ্চলের ১২ জন নির্যাতিতা নারীর মধ্যে ৭ জন শালিসের মাধ্যমে ও ৫ জন আদালতের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা করা হয়েছে।

অর্জন ঃ

ক্র. নং	বিষয়	দল সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	উঠান বৈঠক
১.	নারীর অধিকার সচেতনতা বিষয়ক উঠান বৈঠক	৩৫	২৭৫	১৫
২.	মাতৃস্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক উঠান বৈঠক	২৬	২৯০	১৬
৩.	প্রজননস্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক উঠান বৈঠক	২২	১৩০	১৫
৪.	জৈব সার তৈরী এবং চাষ	৫	১০০	৫
	মোট	**৮৮**	**৭৯৫**	**৫১**

উঠান বৈঠকে মাতৃ স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- নারীরা নিজ অধিকার তথা মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং অধিকার আদায়ে সৃজনশীল কৌশল অবলম্বন করছে। এ বিষয়ে তারা আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন ও সক্রিয়।
- প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এতদসংক্রান্ত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সম্পর্কে তারা অনেক সতর্ক এবং পূর্বের তুলনায় স্বাস্থ্য পরিচর্যায় অনেক বেশি সচেষ্ট হয়েছে।
- আত্মসচেতন হয়ে উঠার ফলে তাদের যোগাযোগ ও যাতায়াতের পরিধি বেড়েছে, জানা ও বোঝার ইচ্ছা ও আগ্রহ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি তারা আগের তুলনায় গতিশীল হয়ে উঠেছেন ।
- স্থানীয় শালিস ব্যবস্থা চালু হওয়াতে এলাকার নির্যাতনের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল সম্পর্কে নারীরা জানতে পারছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

- বর্তমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- নারীদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যক্রম শুরু করা।
- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে মাতৃ স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচি

বয়ঃসন্ধিকাল মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়টা মানুষের জীবনে গড়ে উঠার কাল। গড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়া শারিরীকভাবে যেমন দৃশ্যমান তেমনি মানসিকভাবেও অনুভবযোগ্য। পারিবারিক জীবনের গন্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর সংসার জীবনে প্রবেশ করার প্রাক-মূহুর্ত কৈশোর কাল। সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতার অভাবে একজন কিশোরী বাল্যকাল থেকেই সমাজ ও পরিবার কর্তৃক আরোপিত বৈষম্য ও নিগ্রহের শিকার হয়। উপরন্ত, বাল্যবিবাহ, যৌতুকজনিত শারীরিক নির্যাতন, ঘন ঘন সন্তান ধারন ও দীর্ঘদিনের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে অকাল বার্ধক্য হয়ে দাড়ায় তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অথচ উপযুক্ত পারিবারিক শিক্ষা ও সঠিক দিক নির্দেশনা পেলে অপার সম্ভাবনাময় কিশোরী জীবন সুন্দর ও অর্থবহ নারী জীবনে বিকশিত হতে পারে। এই বিপর্যস্ত পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে কিশোরীদের বেড়ে উঠার জন্য একটি সহনীয় পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্থা ১৯৯৯ ইং সাল থেকে কিশোরীদের সংগঠিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে, যাতে কিশোরীরা পরিবার ও সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে ।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ সংস্থার দলীয় সদস্যদের কিশোর কিশোরী সন্তান, বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠন এবং স্কুল এর কিশোরী ছাত্রীদের নিয়ে দল গঠনের মাধমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হল ঃ

ক. কিশোরী সংগঠন ঃ মাগুরা জেলার সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১০টি গ্রামে মোট ২৫৮ জন কিশোরীকে নিয়ে ১৩টি দল গঠন করা হয়েছে। কিশোরী সদস্যরা নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভায় মিলিত হয়ে সঞ্চয় তহবিল গঠন করছে। এই পর্যন্ত সদস্যরা ১,৫৬,৫৫৪/- টাকার সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলেছে। এই তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করে কিশোরীরা আয়মুখী প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা করছে।

খ. কিশোরী উন্নয়ন শিক্ষা ঃ কিশোরীদের নিয়ে দলীয় সভায় বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ কৈশোর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমুহ, কৈশোরে স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, এইচ আই ভি এইডস ও যৌন নিপিড়ন, বাল্য বিবাহ ও পরিবার পরিকল্পনা, শিশু জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি। কিশোরী ও নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য বিধি ১০০টি সহায়িকা ১৩টি দলে বিতরণ করা হয়েছে।

গ. নির্মল বিনোদন ঃ বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনে নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। দলভূক্ত কিশোরীদেরকে উন্নয়নমূলক বিনোদন ব্যবস্থা যেমন নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত রাখা হচ্ছে, যাতে হতাশা ও বিষন্নতা থেকে তারা দূরে থাকতে পারে এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে।

ঘ. কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ঃ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা আছে এমন কিশোরীদের মাসে ১বার অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত মোট ৪৬ জন কিশোরীকে মাগুরা সদর হাসপাতালের স্ত্রী রোগ বিভাগের ডাঃ রাজিয়া সুলতানা মাহমুদের দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ৪৬ জনের মধ্যে ৫ জনের লিউকোরিয়া ২৪ জনের অনিয়মিত মাসিক জনিত সমস্যা, ১০জনের Dysmenorrhoea, ৪ জনের তল পেট ব্যথা এবং ৩ জনের আরটিআই সমস্যা সনাক্ত করার পর চিকিৎসা করা হয়।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- কিশোরীদের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
- কিশোরী বয়সের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে কিশোরীরা সচেতন হয়েছে।
- কিশোরীদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- চলমান কিশোরী উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- বর্তমান কর্মসূচিটি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থার সহযোগিতায় আরো বৃহৎ পরিসরে অত্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

ক) অতিদরিদ্র সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা ঃ

অতিদরিদ্র যারা বছরের অর্ধেক সময়ই দু বেলা ভাতের সংস্থান করতে পারে না, যারা দৈহিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল, যাদের আয়ের কোন নির্দিষ্ট উৎস নেই। এ সকল পরিবার গুলো অর্থের অভাবে সন্তানদের মেধা থাকা সত্বেও তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। যদিও প্রাইমারী স্কুল শেষ করে কিন্তু অর্থের অভাবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারছে না। সংস্থার অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণ কর্মসূচির আওতাধীন এমন পরিবারের সংখ্যা অসংখ্য। এই সকল পরিবারের মেধাবী সন্তানদের আর্থিক সহায়তা তথা মাসিক ভাতা প্রদানের জন্য অতিদরিদ্র সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি গত ২০১০ ইং সাল হতে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের চাঁদা, দান এবং অনুদান-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ হতে অত্র কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রায় এক লক্ষাধিক টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে

খ) শিশু শিক্ষালয় ঃ

অতিদরিদ্র পরিবার গুলো তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার স্বপ দেখলেও দারিদ্রতা এবং বাড়ীতে শিক্ষার পরিবেশ না থাকার কারনে শিশু অবস্থায় সন্তানরা শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য শিক্ষালয় গঠনের মাধ্যমে স্কুলের পড়া তৈরীতে সাহায্য করতে পারলে পড়াশুনায় আগ্রহ সৃষ্টি সহ স্কুলে যাওয়াটা তাদের কাছে আনন্দের হয়ে উঠবে বলে সংস্থার নিকট বিশেষভাবে উপলদ্ধি হয়। এই বিষয়টি বিবেচনা করে ২০১৩ ইং সাল হতে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে অত্র কার্যক্রমের যাত্রা শুরুহয়।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ সংস্থার কর্ম-এলাকার অধিকতর দরিদ্র এবং নিরক্ষর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম এবং ২য় শ্রেনীর অধ্যয়নরত ২০/২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একেকটি শিক্ষালয় গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি দিন ২ ঘন্টা করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হয়। পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অর্জন ঃ বর্তমানে মাগুরা জেলায় সংস্থার কর্ম এলাকায় ১৫টি শিক্ষালয়ে ৩০৮ জন শিক্ষার্থী এডিআই শিশু শিক্ষালয়ে পড়াশুনা করছে। শিশু শিক্ষালয় সম্পর্কে স্থানীয় জনগনের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের ফলে অতিদরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিশু শিক্ষালয়ের মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনার মান ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনা ঃ

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২৫টি শিশু শিক্ষালয় তৈরী করা।
- শিশু শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাৎসরিক ভিত্তিতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- ভাল ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানসহ শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা।
- শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আরো দরিদ্র মেধাবীদের আর্থিক সহযোগিতা এবং বৃত্তি প্রদান করা।

ক্লাসের শুরুতে নির্ধারিত নৈতিক বাক্য পাঠ

কাঁটাখালী শিশু শিক্ষালয়

মাসিক অভিভাবক সভা

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা সহায়তা

১ *মাগুরা সদর উপজেলার নিজনান্দুয়ালী গ্রামের দিনমজুর ইকমল বিশ্বাসের ছেলে মোঃ শামীম হোসেন মাগুরা কালেক্টরেট স্কুলের ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। ইকমল বিশ্বাস অন্যের জমি চাষ করে অভাব অনটনের মধ্যে সংসার চালায়। শিক্ষা বৃত্তি পাওয়ায় বাবা খুশি, এখন ছেলের পড়াশুনার নিয়মিত খোজখবর নেয়। তার ইচ্ছা এডিআই'র সহযোগিতা পেলে ছেলেকে তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন।*

২ *মাগুরা সদর উপজেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামের শান্তা ইসলাম, মাগুরা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী। অভাব অনটনের মধ্যেও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাবা আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র চলে যায়। ফলে মা রেহেনা বেগম ঠোঙ্গা বানিয়ে পড়াশুনার খরচ চালাবে দুরের কথা ৫ জনের সংসার চালানো কষ্টকর হয়। শিক্ষা বৃত্তি পাওয়ায় মা রেহেনা বেগম খুশি এখন মেয়ের পড়াশুনার নিয়মিত খোজখবর নেয়।*

৩ *আলাল উদ্দিন গাড়ীর হেলপার তার মেয়ে নাছরিন সুরাইয়া মাগুরা কালেক্টরেট স্কুলের ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী। নিয়মিত কাজ না থাকায় সংসারে সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকে। আলাল উদ্দিন এর বাড়ী মাগুরা সদর উপজেলার বরুনাতৈল গ্রামে। শিক্ষা বৃত্তি পাওয়ায় বাবা খুশি। এখন মেয়ের পড়াশুনার নিয়মিত খোজখবর নেয়। তার ইচ্ছা এডিআই-এর সহযোগিতা পেলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে একটি ছেলের মত সমাজে মাথা উচু করে দাড়াতে সাহায্য করবে।*

৪ *মাগুরা সদর উপজেলার পারনান্দুয়ালীর মেয়ে শাহনাজ পারভীন বাবা সাহেব আলী। নিজের বাড়ী না থাকায় অন্যের বাড়ীতে থাকে। নাসরিন মাগুরা কালেক্টরেট স্কুল থেকে ২০১২সালে জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসি পাশ করে কলেজে পড়াশুনা করছে। শিক্ষা বৃত্তি পাওয়ায় মা বাবা ২জনেই খুশি এখন মেয়ের পড়াশুনার খরচ নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নেই। লেখাপড়ার নিয়মিত খোজখবর নেয়। এডিআই-এর সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে।*

৫ *পারনান্দুয়ালী গ্রামের দিনমজুর মুন্সী আবুল কাসেম এর ছেলে ইসমাইল হোসেন, সে নিজনান্দুয়ালী বি ইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে ২০১২ সালে এসএসসি পরিক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে। ইসমাইল এর মা কামরুন্নাহার এডিআই মাগুরা সদর-১ শাখার আওতাধীন পারনান্দুয়ালী মুন্সি পাড়া অতিদরিদ্র মহিলা সমিতির সদস্য। ইসমাইলের বাবা এক সময় মাগুরা টেক্সটাইল মিলে কাজ করত। কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তার আঙ্গুল কেটে যায়, ফলে সে এখন দিন মজুর। ইসমাইল মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। শিক্ষা বৃত্তি পাওয়ায় বাবার আশা ছেলেকে তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন।*

৬ *সুনন্দন দে পিতা স্বপনদে গ্রাম তালখড়ি, উপজেলা শালিখা, মাগুরা। তার বাবা একজন খেটে খাওয়া মানুষ, মা বিথী রানী আড়পাড়া শাখার তালখড়ি নতুনপাড়া অতিদরিদ্র মহিলা সমিতির সদস্য। সুনন্দন ২০১২ সালে এসএসসি পরিক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে। ২ ভাই বোনের মধ্যে সে বড়। শিক্ষা বৃত্তি পাওয়ায় মা বাবা খুশি। তাদের আশা ভবিষৎএ সংস্থার সহযোগিতা পেলে ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা।*

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনএর উদ্যোগে সংস্থার অতিদরিদ্র পরিবারের ২জন ছাত্র ইসমাইল এবং সুনন্দন দে-কে (জিপিএ-৫ প্রাপ্ত) গত ১৬ মে ২০১৩ইং তারিখে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যেককে ১৫০০০/ হাজার টাকা) বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এডিআই- হেল্প আস, মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অন্যান্য নানামুখী সমস্যার মধ্যে মাদকাসক্ত অন্যতম গুরুতর সমস্যা হিসাবে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ইউনাইটেড নেশন ড্রাগ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বাংলাদেশের তিনটি শহরে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা জরিপ করে। এই জরিপের তথ্য অনুসারে এর সংখ্য ১০ লক্ষ। এই হিসেবে অনুমান করা যায় যে, সারা দেশে বর্তমানে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ৮০-৯০ লক্ষ। এই মাদকাসক্তের শতকরা ৯১ ভাগই কিশোর, তরুন ও যুবক। ১০ বছর আগেও বেশির ভাগ আসক্তদের মাদক দ্রব্য শুরুর বয়স ছিল ১৫-১৭ বছর। বর্তমানে ১২-১৩ বছর বয়েসী ছেলে-মেয়েরা সমান ভাবে মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে সংস্থার নিজস্ব তহবিল দ্বারা এডিআই-হেল্পআস কর্মসূচির মাধ্যমে অক্টোবর'২০১৩ ইং হতে মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি সহ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

ক) এডিআই-হেল্পআস মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র ঃ

আসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা ঃ

আসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে হেল্পআস নিরাময় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আসক্ত ব্যক্তি শরীর ও মনে মাদকের তীব্র অভাব এর কারনে মাদক গ্রহণ বিহীন থাকতে পারে না। তাছাড়া আসক্ত ব্যক্তি মাদক গ্রহণ না করলে শারীরিক নানান সমস্যা দেখা দেয়। আসক্ত ব্যক্তিকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সঠিক চিকিৎসা ও সহযোগীতার মাধ্যমে সুস্থ্য জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। রোগীকে সে সময় মনোচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা হয়। দীর্ঘদিন মাদক সেবনের ফলে ব্যক্তির আচরণ, ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস ও চরিত্রের অবনতি হয়। ইন-হাউসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নিয়মে অভ্যস্থ করানো হয়।

এডিআই-হেল্পআস নিরাময় কেন্দ্রে মাদক মুক্ত করার উপায় ঃ

নির্বিশকরণ (Detoxification) ঃ মাদকে অভ্যস্ত ব্যক্তি মাদক গ্রহণ না করলে মস্তিস্কে মাদকের অভাব অনুভব করতে থাকে ফলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। মাদক আসক্ত রোগীকে সে সময় মনোচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ন বিশ্রামে রাখা হয়। দীর্ঘদিন মাদক সেবনের ফলে ব্যক্তির আচরণ, ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস ও চরিত্রের অবনতি হয়। ইন-হাউসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নিয়মে অভ্যস্থ করানোর জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম নেয়া হয়।

১) **প্রত্যাহিক রুটিন** ঃ মাদক দ্বারা নির্ভরশীল ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে থাকে না। ইন হাউসে তাঁদের প্রাত্যহিক রুটিনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা হয়।

২) **মেডিটেশন** ঃ ইন হাউসে মেডিটেশন করার মাধ্যমে ব্যক্তির দেহ মন এবং মস্তিস্ককে শীথিলতা ও প্রশান্তি এনে ব্যক্তির দুঃচিন্তা, হতাশা ও মনের অস্থিরতাকে নিয়ন্ত্রন করে আত্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে।

৩) **সচেতনতামূলক ক্লাশ** ঃ আসক্ত ব্যক্তি তাদের জীবনে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সর্ম্পকে জানে; কিন্তু সচেতন নয়। সচেতনতামূলক ক্লাসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি মাদক বিষয়ে সচেতন ও সুস্থ্য থাকার উপলদ্ধি বোধ তৈরী করতে পারে।

৪) **EMDR (Eye movement Desensitizations and Reporcission)** ঃ মাদকাসক্তি চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক কাউন্সেলিং EMDR ভিত্তিক সাইকোথেরাপি দ্রুত কার্যকরী একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। হেল্প আস নিরাময় কেন্দ্রে EMDR পদ্ধতির মাধ্যমে আসক্তদের চিকিৎসা করা হয়।

৫) **ফ্যামেলি কাউন্সিলিং** ঃ মাদকাসক্ত ব্যক্তির মত তাঁর পরিবারও ভূক্তভোগী। পরিবার এর সদস্যরা আসক্ত ব্যক্তির সমস্যা অনুযায়ী আচরণ করতে পারে না। ফলে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। ফ্যামিলি কাউন্সিলিং, আসক্ত ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার এর মাঝে সম্পর্কের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এডিআই-হেল্পআস এর ইন হাউজ সুবিধার একাংশ

ফ্যামিলি কাউন্সিলিং-এ নির্বাহী পরিচালক

৬) ফলোআপ কার্যক্রম (এন.এ) ঃ

নারকটিক্স এ্যানোনিমাস'র সভায় অংশগ্রহণ ঃ নারকটিক্স এ্যানোনিমাস মাদকমুক্ত থাকার জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ও জনপ্রিয় একটি প্রোগ্রাম। এন-এ'র শেয়ারিং মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য হেল্প আস হতে নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধান করে জীবনের জন্য সঠিক লক্ষ্য স্থির করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের অর্জন ঃ

এডিআই হেল্প আস চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত ৪০ জন রোগী সার্বক্ষনিক আবাসিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা নিয়েছে। তম্মধ্যে, ২২ জন রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। বর্তমানে ৭ জন রোগী ও ৫ জন ফলোআপ হিসাবে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পরিদর্শন ঃ দেশের খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক জনাব অধ্যাপক ডাঃ এম.এ মহিত কামাল এডিআই-হেল্পআস মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র গত ২৭ জুন'২০১৪ ইং তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তার বিজ্ঞচিত পরামর্শ ও মতামতের আলোকে বর্তমানে অত্র নিরাময় কেন্দ্র আরো আধুনিকভাবে সজ্জায়িত করা হয়েছে।

এডিআই-হেল্প আস পরিদর্শনকালে ডাঃ এম.এ মহিত কামাল এর সাথে নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যরা

হেল্প-আস চিকিৎসক/ টিম ঃ

হেল্প-আস নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত বিষয়ে ৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসা টিম সেবা প্রদান করছে। তাছাড়া নিম্নোক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সার্বক্ষনিক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করছে। পাশাপাশি অভিজ্ঞ সাইকোথেরাপিষ্ট দ্বারা কাউন্সেলিং করানো হচ্ছে।

ডাঃ এম ডি সাখাওয়াত	ডাঃ এস.এম আতিকুর রহমান	এ.কে.এম সাখাওয়াত শরীফ ভূঁইয়া	ডাঃ এফ আর আল মাহমুদ জয়
এমবিবিএস (ডি.ইউ) এফসিপিএস (মিড-পার্ট-২) পিজিটি (মেডিসিন) সিনিয়র মেডিকাল অফিসার	এমবিবিএস, এম.ফিল (সাইক্রিয়াট্রি) সাইক্রিয়াট্রি বিভাগ বিএসএমএমইউ (সাবেক পিজি হসপিটাল)	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (সাইকোলজি), ঢা.বি সাইকোথেরাপিষ্ট প্রশিক্ষণ (বিএসএমএমইউ) ইএমডিআর প্রশিক্ষণ (স্প্রাইরো, আমেরিকা) সাইকোথেরাপিষ্ট, ইএমডিআর বিশেষজ্ঞ	এমবিবিএস,এফসিপিএস

খ) মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম ঃ

মত বিনিময় সভা ঃ এডিআই' হেল্প আস কর্মসুচির মাধ্যমে মাদক আসক্তজনীত সমস্যার সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করার অভিপ্রায়ে 'মাদক বিরোধী গণসচেতনতা মূলক সভা' আয়োজন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা, গাজীপুর, ফরিদপুর ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৪০টি গণসচেতনতা মূলক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার প্রায় ১৬৮০ জন নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

লিফলেট, স্টিকার এবং পোস্টার বিতরণ ঃ মাদক প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিভিন্ন জনবহুল স্থানে বিশেষ করে স্কুল-কলেজ, বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ, চা স্টল, হোটেল সহ বিভিন্ন স্থানে ১০ হাজার লিফলেট বিতরণ ৫ হাজার ষ্টিকার এবং ২ হাজার পোষ্টার স্থাপন করা হয়েছে।

মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক সভা

র‍্যালি এবং আলোচনা সভা ঃ মাদকের অপব্যবহার বিষয়ে মাগুরা জেলা শহরে ১টি র‍্যালি করা হয়। র‍্যালি শেষে মাগুরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালি এবং আলোচনা সভায় মাগুরা জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন।

দিবস উদযাপন ঃ ২৬শে জুন'২০১৪ইং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশাল র‍্যালি মাগুরা শহর প্রদক্ষিণ করে।

কর্মী ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সভা সেমিনারে যোগদান ঃ

পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত ৪ দিন ব্যাপী মাদকাসক্তি রিকভারি সম্মেলনে এডিআই হেলপ-আস এর সেন্টার কো-অর্ডিনেটর মোঃ তানভির আহম্মেদ গত ৩০ জানুয়ারি হতে ০২ ফেব্রুয়ারি'২০১৪ যোগদান করেন। এ ছাড়াও গত ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর'১৪ ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৭ম ইন্ডিয়ান আঞ্চলিক নারকোট্রিকস এ্যানোনিমাস সম্মেলনে এডিআই হেলপ-আস এর পক্ষ থেকে পার্থ সরকার, প্রোগ্রাম ম্যানাজার, এডিআই হেল্প-আস অংশগ্রহণ করেন। গত ১১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ মাগুরা জেলায় মাদকবিরোধী র‍্যালি আয়োজন করা হয়। ঢাকাস্থ ওসমানি স্মৃতি মিলনায়য়নে অনুষ্ঠিত মাদকাসক্তি রিকভারি সম্মেলন ১২ জুন ২০১৫ এ অংশগ্রহণ করেন, আর এইচ এম রনি, সেন্টার কো-অর্ডিনেটর হেল্প আস এবং মোঃ আতোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক, এডিআই।

২য় জাতীয় রিকভারি সম্মেলনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এর নিকট হতে সম্মামনা গ্রহণ করছেন সংস্থার পক্ষে উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আতোয়ার হোসেন

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- মাদক বিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তর অভিভাবকদের কাউন্সিলিং প্রদানের ফলে পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে।
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশাজীবিদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে মাদকাসক্ত সমস্যাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা গেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- বর্তমান মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র-এর আদলে কর্ম এলাকার বিভিন্ন স্থানে চাহিদার আলোকে একাধিক নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- মাদকাসক্ত বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও পরিবারের কাউন্সিলিং কার্যক্রম শুরু করা।

কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক সভা

আসক্ত জীবন থেকে স্বর্গময় পৃথিবী খুঁজে পাওয়ার সত্য গল্প

পরিচিতি ঃ টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার নগদা শিমলা গ্রামের ছেলে আমি। আমার নাম প্রসেনজিৎ রায় (পিয়াস)। বাবার নাম পিযুষ কুমার গুহ রায়। বাবা-মার একমাত্র সন্তান হওয়ায় তাদের সমস্ত স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসার মূলে ছিলাম আমি ।

শৈশব ঃ গ্রামের শান্ত শীতল পরিবেশে আমি সুন্দরভাবেই বেড়ে উঠছিলাম। ছোটবেলা থেকে খেলাধূলা নিয়ে সময় কাটাতাম, সকলের খুব প্রিয় ছিলাম আমি। প্রাইমারী পর্যায়ের প্রত্যেক ক্লাশেই আমি মেধাতালিকার মধ্যে থাকতাম। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং শিক্ষকরা সবাই আমাকে নিয়ে বড় আশা করতো। খেলাধূলায়ও ভাল ছিলাম, বন্ধুবান্ধব সবাই কে নিয়ে আমার দিন বেশ ভালই কাটছিল, সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। জীবন চলছিল জীবনের গতিতে।

অন্ধকারের হাতছানি ঃ ১০ম শ্রেনীতে উঠার পর ময়মনসিংহ জেলার আমার এক পূর্বপরিচিত মেয়ের সাথে ভালবাসার সর্ম্পকে জড়িয়ে পড়ি। মেয়েটি নিজেও তখন ১০ম শ্রেনীতে পড়তো। মনের অজান্তেই মেয়েটি আমার কাছে ধ্যান, জ্ঞান, প্রান সবকিছুই হয়ে গেল। মা-বাবা বন্ধুবান্ধব, লেখাপড়া সবকিছু থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে শুধু ঐ মেয়েটিকে নিয়েই আমার যত ভাবনা শুরু হল।

এর মধ্যেই একদিন রাতে ফোনে কথা বলার সময় কথা কাটাকাটি হয়। কোনভাবেই সেই রাতে আমি আর তার সাথে কথা বলতে পারলাম না। সারারাত চেষ্টা করলাম কিন্তু সে আমার ফোন ধরলো না। উদ্বেগ, উৎকন্ঠা, হতাশা ও ভয় আমায় ঘিরে ফেলে। এমতবস্থায় আমার এক বন্ধু আমাকে বললো কষ্ট ভুলার ঔষধ আছে; যেটা খেলে কষ্ট দূর হয়ে যায়, আমি বললাম কি সেটা? "আমায় দে আমি খেতে চাই, খেয়ে সবকিছু ভুলে থাকতে চাই" সে আমাকে একটা বোতল দিয়ে বললো নে খা; এটা খেলে সব ভুলে যাবি। আমি কোনকিছু চিন্তা না করে বোতল ধরে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিলাম। আমার বুক দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে নামলো। মনে হল এই বুক জ্বলার সাথে সাথে আমার কষ্টটাও যেন কমতে আরম্ভ করলো। যেন বিষে বিষক্ষয় । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে তখন পর্যন্ত আমি কোনদিনও সিগারেট পর্যন্ত খায়নি। মদ পান করার পর আমার অনূভুতিগুলো যেন কেমন হয়ে গেল? বাস্তবের সাথে তখন কোন মিল খুঁজে পেলাম না। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আমার জীবনের প্রথম রাত আমি কাটালাম। আমি নিজেকে আবিস্কার করলাম এক নতুন পিয়াস কে ...। যে পিয়াস পেয়ে গেছে জীবনের সমস্ত পার্থিব সুখ। এখন কোন কষ্টই যেন পিয়াসকে আর ছুঁতে পারবে না।

আসক্তিপূর্ন জীবন ঃ ঐ দিন প্রথম মদ পান করার বেশ কিছু দিন আমি আর কোন মাদক গ্রহন করিনি। সর্ম্পকটা আবার মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পর আবার বিচ্ছেদ আর আমি নিজেকে আবার আবিস্কার করি মাদকের কাছে। এইভাবে মাঝেমধ্যে ঝগড়া হলে আমি মাদক গ্রহন করা শুরু করি এবং কোন উৎসব এলেও আমি নেশা করতে শুরু করি। ধীরে ধীরে আমার মা ও আমার প্রেমিকা বিষয়টি জানতে পারে। আমার মা অনেক কষ্ট পায় এবং আমাকে বারন করে নেশা না করার জন্য কিন্তু আমি যেন অসহায় নেশার কাছে। একসময় আমার প্রেমিকা আমাকে শেষ বারের মতো সাবধান করে যে আমি যদি নেশা না ছাড়ি তাহলে সে আমার জীবন থেকে একেবারে চলে যাবে। আমি তাকে শর্ত দেই যে, সে যদি আমার সাথে আর ঝগড়া না করে তাহলে আমি নেশা করা ছেড়ে দিব। এইভাবে আমি মাধ্যমিক পাশ করি, আমরা দুজনে মিলে ঠিক করি যে একসংগে ময়মনসিংহ কলেজে ভর্তি হব। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমি পেয়ে গেলাম এক পূর্ন স্বাধীনতা যেখানে শুধু নেশা আর নেশা । দীর্ঘ ৪ বছর সর্ম্পক থাকার পর নেশার কারনে আমার সর্ম্পক আর রইলো না বা বলতে গেলে ভালবাসা আর নেশার মধ্যে আমি নেশাকেই বেছে নিলাম। আর ভালবাসা কে বিদায় করে দিলাম। একদিন যে ভালবাসার জন্য আমি নেশাকে আপন করে নিয়েছিলাম। সেই ভালবাসাই এখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আর আমি সেটা সাদরে গ্রহন করে নিলাম। সর্ম্পক ভেংগে যাওয়ার পর আমার আর কোন পিছু টান রইলো না। আমি দিনের অনেকটা সময়েই নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকতাম। নতুন নতুন নেশার সাথে পরিচিত হতে শুরু করলাম। আমি যেন এবার পাগলা ঘোড়া; কেউ আমায় আটকাতে পারবে না, নিজের ধংস অনিবার্য জেনে আমিও যেন ছুটতে লাগলাম। হেরোইন, ট্যবলেট, গাজাঁ সব কিছুই গ্রহন করা শুরু করলাম, এখন জীবন মানেই মাদক, নিজেই যখন নিজের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলেছি; তখন আর কি আছে, ধ্বংস কে মেনে না নেওয়া ছাড়া।

নেশার আসল চরিত্র ঃ এবার যেন ভালবাসার মতোই নেশাও ধোঁকা দিতে শুরু করেছে । কেমন যেন সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে আমার জীবন থেকে। আমার পড়াশুনা, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সবাই একের পর এক আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নেশা করার জন্য মারামারি, সন্ত্রাস ও চাঁদাঁবাজি সহ সব ধরনের অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়লাম, মা-বাবার উপর অত্যাচার করতে লাগলাম, যে মায়ের অনেক আদরে আমি বড় হয়েছি। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার মা-বাবা কে আঘাত করতে থাকলাম নেশার জন্য। আমি যেন হাসিমুখে নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি। রাস্তায় রাস্তায় আমার দিন কাটতে লাগলো। ঘরের দরজার পাশাপাশি জীবনের দরজাও বন্ধ হয়ে গেল।

মুক্তির আশা ঃ প্রায় সবধরনের চেষ্টা করেছি নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। প্রথমত বাবা-মা এর শাসন এবং ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরে, নিজেকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে, আসক্তদের থেকে দূরে সরে। কোন কিছুতেই যখন মাদক সেবন বাদ দিতে পারছিলাম না; তখন এলাকার এক বড় ভাইয়ের কাছে যাই; যিনি এখন নেশামুক্ত । সে আমাকে এক চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, আমি ঠিকানা নিয়ে ঢাকা আসি। কেন্দ্রটির নাম "এডিআই-হেল্প আস "। এখানকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আন্তরিক ভালবাসায় আমি পেলাম বেঁচে থাকার নতুন আশ্বাস, এখানে মাতৃস্নেহে আমি শিশু থেকে বড় হতে লাগলাম।এখানে মায়ের প্রতিরুপ পেলাম আন্টির কাছ থেকে; যেখানে আমার এতগুলো দিন কেটে গেছে অথচ আমি ভালবাসার অভাব বুঝতে পারিনি। সেখানে দীর্ঘ তিন মাসের চিকিৎসা শেষে আমি সুস্থ্য হই।

আলোর পথে অগ্রসর ঃ সুস্থ্য হওয়ার পর আজ পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস যাবৎ আমি মাদক থেকে দূরে আছি। আমার নেশাকালীন সময়ে হারিয়ে সবকিছু একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছি। নতুনকরে জীবনের মানে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভালবাসাকে উপলক্ষ্য করেই আমি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। মৃত্যুকে উপভোগ করেছি প্রতি মূহূর্তে । সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় এবং সবার ভালবাসায় আমি আজ একটি স্বর্গময় পৃথিবী খুঁজে পেয়েছি , যার নাম "সুস্থ্য জীবন"- স্বর্নময় প্রতিমুহূর্ত।

পরিবেশ সংরক্ষণে বন্ধু চুলার সম্প্রসারণ কর্মসূচি

জলবায়ু পরিবর্তনে বর্তমান উন্নত সভ্যতার ক্ষতিকর দিক গুলি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এর মধ্যে ধোঁয়া বা কার্বন নিঃসরণ ক্ষতিকর দিকটির অন্যতম। কারণ ধোঁয়ার মধ্যে বিরাজমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড/ কার্বন-মনোক্সাইড এর মত বিষাক্ত উপাদান প্রতিদিন কলকারখানার চিমনি, ইট ভাটার চিমনি, পাইপ ও যন্ত্র চালিত বিভিন্ন গাড়ীর মাধ্যমে নিঃসরিত হয়ে বাতাসে মিশ্রিত হচ্ছে এবং পরিবেশ দুষণ করছে। তাছাড়া বৃক্ষ নিধন এবং প্রতিনিয়ত জ্বালানী হিসাবে গাছপালার ডালপালা ব্যবহার করার ফলে এর কালো ধোঁয়া বা র্কাবন বাতাসে মিশ্রিত হচ্ছে । এতে করে একদিকে যেমন বৃক্ষের স্বল্পতার জন্য গ্রীন হাউজ পরিবর্তণ হচ্ছে; তেমনি বায়ুতে অতিরিক্ত কার্বনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে জ্বালানী হিসাবে বৃক্ষের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে রান্নার কাজে সহায়তার জন্য বিএসআরআই (বাংলাদেশ শিল্প গবেষনা পরিষদ) উন্নত চুলার উদ্ভাবন করে।

সংস্থা এপ্রিল ২০০৯ হতে জিটিজেড এর সহযোগীতায় ICS প্রকল্প এর আওতায় বন্ধুচুলা সম্প্রসারণ কাযক্রম বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া, ইউএনডিপি-র আর্থিক সহযোগীতায় জিআইজেড এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের কারিগরি সহযোগীতায় সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে "আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রোগ্রাম (ইউপিপিআর)" এর কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইউপিপিআর প্রকল্পের আওতাধীন ০৪টি ক্লাষ্টারের যথাক্রমে গোমতি, কর্ণফুলী, তিতাস, পদ্মা এলাকার ২১টি সিডিসির সভানেত্রীদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। গোমতি ও পদ্মা ২ টি ক্লাষ্টারের ১০টি সিডিসিতে ২৯৫টি চুলা সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। গোমতি, তিতাস ও কর্ণফুলী ০৩টি ক্লাষ্টারের ১১টি সিডিসিতে ২৫০টি চুলা সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, অবহিতকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, অর্ডার সংগ্রহ ও চুলা স্থাপনে সহযেগিতার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রত্যেক কর্মী নিজ নিজ দলে বন্ধু চুলা নিয়ে আলোচনা করে এবং চুলার অর্ডার সংগ্রহ করে। এছাড়া এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি ও জনগণের সঙ্গে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বন্ধু চুলা সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

অর্জন ঃ

- এ পর্যন্ত ৮৯৩টি বন্ধু চুলা বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে।
- বন্ধু চুলার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং এর সুবিধাসমূহ জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য সংস্থার কর্ম এলাকায় মোট ২০টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- বন্ধু চুলার ব্যবহার জনপ্রিয় ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এডিআই কর্ম এলাকার বিভিন্ন ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে ৯৮৫টি লিফলেট, ৫১০টি ক্যালেন্ডার ও ৭০০টি পোষ্টার বিতরণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব ঃ

- এলাকায় বন্ধু চুলা ব্যবহারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বন্ধু ব্যবহারের কর্ম-এলাকায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- কার্যক্রমটি আরো সম্প্রসারণ করা।
- সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মী কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঃ ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ "হতে হবে সোচ্চার, সমুদ্রের উচ্চতা বাড়াবো না আর" দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মাগুরা জেলার ৩টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এডিআই এর যৌথ উদ্যোগে দিবসটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাগুরা জেলা প্রশাসক জনাব মাসুদ আহাম্মেদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কালেকটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাছাড়া সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে র‌্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালিটি মাগুরা শহর প্রদক্ষিন করে।

বিশ্ব নারী দিবস ঃ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ "অগ্রগতির মূল কথা নারী পুরুষের সমতা" দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মাগুরা জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং এডিআই এর যৌথ উদ্যোগে র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাগুরা জেলা প্রশাসক জনাব মাসুদ আহাম্মেদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জিহাদুল কবির, মাননীয় জেলা পুলিশ সুপার এবং ফাতেমা জহুরা জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। তাছাড়া জেলার সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে র‌্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য সভায় সংস্থার উপকারভোগী নারী সদস্যরা উপস্থিত ছিল। সভায় সমাজে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত মজুরী, সামাজিক মর্যাদা পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, বাল্য বিবাহ, নারী পাচার রোধ নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস ঃ ২৬শে জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস,২০১৪। এ বারের প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ "মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিরাময় যোগ্য " দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মাগুরা জেলা প্রশাসন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর এবং এডিআই-হেল্প আস এর যৌথ উদ্যোগে র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাগুরা জেলা প্রশাসক জনাব মাসুদ আহাম্মেদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জিহাদুল কবির, মাননীয় জেলা পুলিশ সুপার এবং মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিদর্শক মাদকনিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, মাগুরা। তাছাড়া জেলার সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি ছিল। এডিআই-হেল্প আস এর সৌজন্যে র‌্যালি, লিফলেট বিতরণ, আলোচনা সভা এবং সভা শেষে পুলিশ প্রসাশনের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

এডিআই ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক মাদক বিরোধী দিবসের আলোচনা সভা

এডিআই-এর বিভিন্ন প্রকাশনা

সংস্থার চলমান নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অবহিতকরণ সহ পরামর্শ গ্রহণের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে "একযুগে এডিআই" এর পুস্তিকা প্রকাশ সহ 'অগ্রযাত্রায় এডিআই মাইক্রোফাইন্যান্স', 'শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম', 'এডিআই শিশু শিক্ষালয়', 'এডিআই-হেল্পআস পরিচিতি' নামে পৃথক ৪ টি ব্রুসিয়ার প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

এডিআই- এর সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন প্রকাশনা

এডিআই এর অন্যান্য কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ মিটিং ও সভা ঃ

মূলতঃ মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার উপর সংস্থার কাজের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। সংস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বিস্তৃতি ও কর্ম এলাকা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধির ফলে মাঠপর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জনসম্পদ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্থা সর্বদা সর্বস্তরের কর্মীদের স্ব-প্রণোদনা সৃষ্টি এবং আন্তরিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষন, পাক্ষিক ভিত্তিতে ব্রাঞ্চের কর্মী সভা, মাসিক ভিত্তিতে আঞ্চলিক সভা এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১৮টি ব্রাঞ্চে ৩৯৬ টি পাক্ষিক সভা, ৪৮টি আঞ্চলিক সমন্বয় সভা এবং কেন্দ্রীয় অফিসে ৩টি কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়।

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভা

প্রশিক্ষণ ঃ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন কর্মী / কর্মকর্তার জ্ঞান,দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়। এডিআই এ কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মীদের কাজের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য সর্বদা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়া পিকেএসএফ সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। সংস্থা প্রশিক্ষণ বিভাগকে আরো শক্তিশালী করে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে অবিরাম চেষ্টা চালিযে যাচ্ছে।

বিগত ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬ বৎসরে সংস্থার মোট ১৬৯ জন কর্মী ও কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষন প্রাপ্তদের মধ্যে কমিউনিটি অর্গানাইজার ৯০ জন, হিসাব রক্ষক ২০ জন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ২০ জন,আঞ্চলিক কর্মকর্তা ৪ জন এবং কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে ১৪ জন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবদান ঃ

গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং যুগোপযোগি প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য সংস্থার একনিষ্ঠ কর্মী বাহিনী নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অনেক প্রতিকুলতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবদান অপরিসীম। এই কর্মী বাহিনীর সার্বিক কর্ম চঞ্চলতায় সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ সংস্থার টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।

সহকর্মীর বিদায় সংবর্ধনা

সংস্থা শুরুতে অনেক প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে কাজ করে গেছে। তৎসময় নির্বাহী পরিচালক সংস্থার প্রতি গভীর অনুরাগ সম্পন্ন কতিপয় কর্মীকে নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সংস্থার ১৮৮ জন কর্মী ও কর্মকর্তা কাজ করেছে। যার মধ্যে অধিকাংশ কর্মী ও কর্মকর্তা রয়েছে যারা শুরু হতে আজ অবধি সংস্থার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার অনেক প্রতিকুল অবস্থায়ও তারা সংস্থা পরিত্যাগ করেনি; সংস্থা এদের কাছে কৃতজ্ঞ। কুমিল্লা অঞ্চলে ১৯৯৬ সালে মাঠ কর্মী হারাধন দাসকে নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে কুমিল্লা এলাকা একটি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এর জন্য কৃতিত্ব হারাধন দাস। তিনি গত ৩০ জুন ২০১০ইং তারিখে পারিবারিক কারণে সংস্থায় আর কাজ করতে পারছে না; বিধায় কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা এবং অঞ্চলের সকল কর্মী/ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে বিদায় জানানো হয়। সংস্থা তার উত্তোরোত্তর উন্নতি কামনা করে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঃ হিসাব সংক্রান্ত স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। আর এ কাজটি সূচারু ভাবে সংগঠিত করার জন্য সংস্থায় ২ জন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ২ জন নিরীক্ষক নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পনা মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্রাঞ্চ পর্যায়ে নিরীক্ষন কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

সংস্থা কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষা ঃ অর্থ বছরের যাবতীয় খরচ সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষনের জন্য সংস্থা প্রতিবছর বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সিএ ফার্ম নিযুক্ত করা হয়। নির্বাচিত সিএ ফার্মের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয় এবং সংস্থার বার্ষিক সাধারন সভায় উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি সভায় অনুমোদিত হয়। বিগত ১০ বছর নিম্নোক্ত সিএ ফার্মসমূহ কর্তৃক সংস্থার কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়।

সংস্থার নিয়মানুসারে পর্যায়ক্রমে ০৩ বছর একই ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা যায়। তাই ফার্মের কাজের মূল্যায়ন সাপেক্ষে বোর্ড সভার সিদ্ধান্তনুসারে বিগত ৩ বছর (২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০) সিএ ফার্ম এস কে বড়ুয়া এন্ড কোং কর্তৃক সংস্থার কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়। পরবর্তী অর্থ বছরে অন্য ফার্ম নিযুক্ত করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সারাংশ বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ক্রঃনং	সিএ ফার্মের নাম	অর্থ বছর
০১	এম এ কাদের কবির এন্ড কোং	২০০৫-২০০৬
০২	খান ওহাব সফিক এন্ড কোং	২০০৬-২০০৭
০৩	এস কে বড়ুয়া এন্ড কোং	২০০৭-২০০৮
০৪	এস কে বড়ুয়া এন্ড কোং	২০০৮-২০০৯
০৫	এস কে বড়ুয়া এন্ড কোং	২০০৯-২০১০
০৬	এ কে দেব এন্ড কোং	২০১০-২০১১
০৭	এস কে বড়ুয়া এন্ড কোং	২০১১-২০১২
০৮	খান ওয়াহাব সফিক রহমান এন্ড কোং	২০১২-২০১৩
০৯	এস কে বড়ুয়া এন্ড কোং	২০১৩-২০১৪
১০	এস কে বড়ুয়া এন্ড কোং	২০১৪-২০১৫

পিকেএসএফ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঃ পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টিমের মাধ্যমে বছরে একবার নিরীক্ষা করেন। উক্ত নিরীক্ষক ব্রাঞ্চ, আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের সকল নথি-পত্র নিরীক্ষা ছাড়াও নিরীক্ষক মাঠ পর্যায় গিয়ে সমিতিতে ঋনীদের ঋন পাশবই চেক করেন ও সমিতিতে ঋণীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। অডিট পরবর্তীতে অডিট আপত্তিসমূহ সংশোধনের জন্য পিকেএসএফ সংস্থাকে প্রতিবেদন প্রেরন করেন। সংস্থা আপত্তিসমূহ সংশোধন করতঃ মতামত ব্যক্ত করে অডিট প্রতিবেদনের জবাব পিকেএসএফ এ প্রেরন করা হয়।

পিকেএসএফ কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষা ঃ ঋণ দানকারী সংস্থা পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর সিএ ফার্মের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থা নিরীক্ষা করে থাকে। উক্ত নিরীক্ষক ব্রাঞ্চ, আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের সকল নথি-পত্র নিরীক্ষা করে। নিরীক্ষক মাঠ পর্যায় গিয়ে ঋনীদের পাশবই চেক করে ও সমিতিতে ঋনীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ফার্ম তাদের প্রতিবেদন পিকেএসএফ এ দাখিল করে। পিকেএসএফ উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে সহযোগী সংস্থার কাছে তাদের মতামত ও সংশোধনের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ পত্র প্রেরন করেন। সংস্থা আপত্তিসমূহ সংশোধন করতঃ মতামত ব্যক্ত করে অডিট প্রতিবেদনের জবাব পিকেএসএফ এ প্রেরন করে। বিগত ৮ বছরে নিম্নোক্ত সিএ ফার্মসমূহ সংস্থার কার্যক্রম নিরীক্ষা করে।

ক্রঃনং	সিএ ফার্মের নাম	অর্থ বছর
০১	তোহা খান জামান এন্ড কোং	২০০৭-২০০৮
০২	এস আর বোস এন্ড কোং	২০০৮-২০০৯
০৩	এবি সাহা এন্ড কোং	২০০৯-২০১০
০৪	আহসান রশিদ এন্ড কোং	২০১০-২০১১
০৫	আহম্মেদ আকতার এন্ড কোং	২০১১-২০১২
০৬	আনিছুর রহমান এন্ড কোং	২০১২-২০১৩
০৭	সারোয়ার সালামত এন্ড কোং	২০১৩-২০১৪
০৮	শাহাদত রশীদ এন্ড কোং	২০১৪-২০১৫

সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখায় নির্বাহী পরিচালকের সম্মামনা গ্রহণ

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহসেন আরা রুনা'র কর্মময় জীবনের স্বীকৃতি স্বরুপ এবং সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখায় ১৩ ডিসেম্বর'২০১৪ ইং তারিখে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক স্মৃতি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বিশেষ সম্মামনা সহ স্বর্ণপদক প্রদান করছেন সাবেক তথ্য সচিব এবং ফাউণ্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ। সম্মামনা গ্রহণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

পিকেএসএফ আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ২০১৪ এ অংশগ্রহণ

সংস্থার ষ্টল পরিদর্শন করছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান জনাব ড. খলিকুজ্জামান এবং পিকেএসএফ এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ড. জসীম উদ্দীন

ষ্টল পরিদর্শন করছেন পিকেএএফ এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ

গত ২৬ অক্টোবর হতে ১ নভেম্বর'২০১৪ ইং তারিখে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিকেএসএফ এর রজতজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে 'উন্নয়ন মেলা-২০১৪' এ উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি ও বিপননের লক্ষ্যে একটি ষ্টল নেয়া হয়। ৬দিন ব্যাপি উন্নয়ন মেলায় প্রদর্শিত পণ্য সামগ্রীর মধ্যে অর্নামেন্ট, চানাচুর, হস্তশিল্প, মৃত্তশিল্প, তৈরী পোশাক, পাদুকা, ওয়ালমেট, থ্রি পিচ, শার্ট, ফতুয়া উল্লেখযোগ্য। মেলায় আগত দেশী-বিদেশী খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ সংস্থার ষ্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় অংশগ্রহণের ফলে জাতীয় পর্যায়ে সংস্থার ভাবমুর্তি আরো উজ্জল হয়েছে।

আর্থিক স্বয়ংভরতায় এডিআই

আর্থিক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন তহবিল সংক্রান্ত বিবরণ ঃ

ক) **নিজস্ব তহবিল ঃ** সংস্থার বর্তমান নিজস্ব তহবিলের পরিমান ৮.৩৮ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে গত অর্থ বছরে নিজস্ব তহবিলের পরিমান ছিল ৬.০৪ কোটি টাকা অর্থ্যাৎ মোট উদ্বৃত্ত তহবিল ৩৯% হারে ২.৩৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) **ঋণ তহবিল ঃ** পিকেএসএফ থেকে এ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ ৫০.৯৩ কোটি টাকা এবং ঋণ পরিশোধ ৩৯.৮৭কোটি টাকা। ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস থেকে এ পর্যন্ত মোট ঋণ গ্রহন ১৪.৪৫ কোটি টাকা এবং ঋণ পরিশোধ ১২.২৪ কোটি টাকা। বর্তমানে সংস্থার বহিঃ ঋণ তহবিলের স্থিতির পরিমান পিকেএসএফ ১১.০৬ কোটি এবং ব্যাংক ২.২১কোটি টাকা সর্বমোট ১৩.২৭ কোটি টাকা।

মুলধন কাঠামো ঃ

ক) এডিআই মূলত ঃ নিজস্ব তহবিল সহ পিকেএসএফ এবং ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় সংস্থার ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৩০শে জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সংস্থার মোট তহবিল ও সম্পদ ৪৩.৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে নিজস্ব তহবিল ৮.৩৮ কোটি টাকা, সদস্যদের সঞ্চয় ১৫.৩৭ কোটি টাকা, পিকেএসএফ ঋণ ১১.০৬ কোটি টাকা, ব্যাংক ঋণ ২.২১ কোটি, সদস্য নিরাপত্তা তহবিল ১.৭৫ কোটি টাকা, বিভিন্ন ধরণের সঞ্চিতি ৪.৬২ কোটি টাকা। পার্শ্ব গ্রাফচিত্রে মোট তহবিলের উৎস শতকরা হারে উপস্থাপন করা হল।

খ) সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধির অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বিগত ৭ বছরের আশাব্যঞ্জক হারে নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন, ২০০৮ এর তথ্য অনুযায়ী সংস্থার মোট তহবিল ও সম্পদ ১৪.৭১ কোটি টাকা বর্তমানে ৪৩.৩৯ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১৯৫%। বিগত ৭ বছরে সংস্থার আর্থিক সামর্থ্যতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারাবাহিক অবস্থা পার্শ্ব গ্রাফ চিত্রে ও নিম্ন টেবিলে উপস্থাপন করা হল ঃ

মুলধন কাঠামো

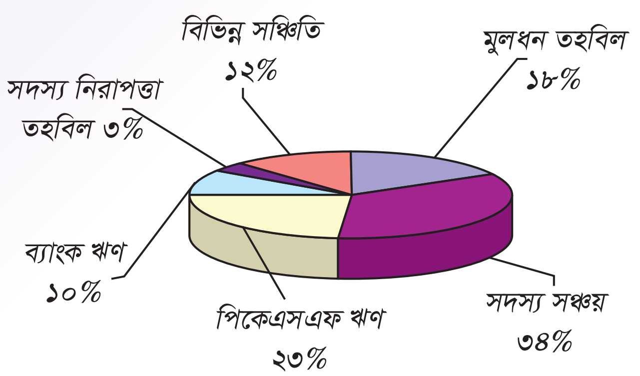

বছর	বিবরণ	বছর ভিত্তিক তহবিলের উৎস (কোটি টাকা) বহিঃঋণ (PKSF+ব্যাংক)	অভ্যন্তরীণ উৎস (সদস্য সঞ্চয় ও বিভিন্ন সঞ্চিতি)	মুলধন তহবিল/নীট আয়	মোট তহবিল ও সম্পদ
জুন ০৯	টাকা	৯.০০	৪.৭০	১.০০	১৪.৭১
	%	৬১%	৩২%	৭%	
জুন ১০	টাকা	১২.১৫	৭.৩৪	১.২২	২০.৭১
	%	৫৯%	৩৫%	৬%	
জুন ১১	টাকা	১২.১২	৮.৭২	১.৪৩	২২.২৭
	%	৫৪%	৩৯%	৬%	
জুন ১২	টাকা	১৫.৫৩	১০.৭২	২.২৬	২৮.৫১
	%	৫৪%	৩৮%	৮%	
জুন ১৩	টাকা	১২.৯৮	১৪.০০	৩.৬৯	৩০.৬৭
	%	৪২%	৪৬%	১২%	
জুন ১৪	টাকা	১১.৯৩	১৮.১৪	৬.০৪	৩৬.১১
	%	৩৩%	৫০.২৩%	১৬.৭%	
জুন ১৫	টাকা	১৩.২৭	২১.৭৪	৮.৩৮	৪৩.৩৯
	%	৩১%	৫০%	১৯%	

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বছর ভিত্তিক তহবিল

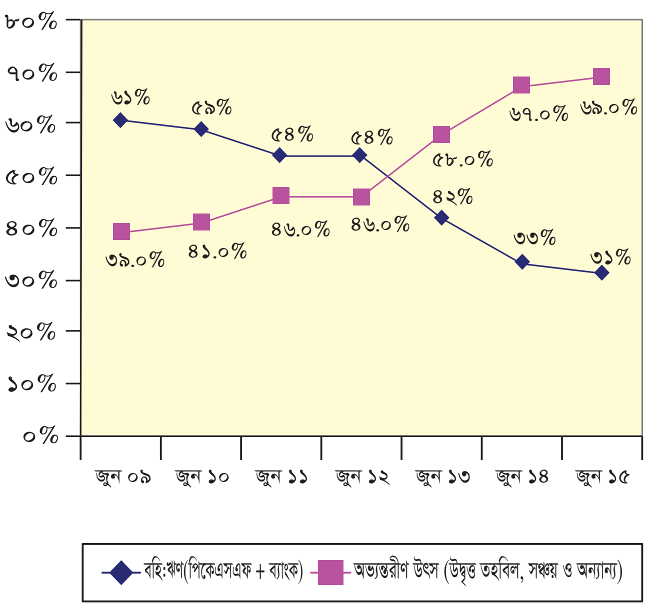

সার্বিক আয়-ব্যয় চিত্র ঃ

বিগত পাঁচ বছরের মোট আয় এবং ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, ক্রমপুঞ্জিভূত নীট আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৩২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট আয়ের শতকরা ২৮% নীট আয় অর্জিত হয়েছে। নিম্ন টেবিল এবং গ্রাফ চিত্রে এ সংক্রান্ত বিগত ৬ বছরের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হল ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
মোট আয়	৩.৪৪	৪.৬৭	৪.৯৪	৬.০৮	৭.৩৪	৮.৩১
মোট ব্যয়	৩.২২	৪.৪৬	৪.১১	৪.৬৪	৪.৯৯	৫.৯৭
নীট আয়	০.২২	০.২১	০.৮৩	১.৪৪	২.৩৪	২.৩৪
নীট আয়ের শতকরা হার	৬.২৯%	৪.৫০%	১৬.৮০%	২৩.৬৮%	৩২%	২৮%
ক্রমপুঞ্জিভূত নীট আয়	১.২২	১.৪৩	২.২৬	৩.৬৯	৬.০৪	৮.৩৮

অনুপাত বিশ্লেষণ ঃ

Portfolio Quality Ratio

Particular	June'09	June'10	June'11	June'12	June,13	June,14	June,15
OTR	94.06%	96.23%	97.61%	98.41%	98.76%	98.67%	98.62%
CRR	98.43%	98.64%	98.69%	98.98%	99.19%	99.29%	99.32%
Portfolio at Risk	12.95%	11.71%	11.18%	8.75%	7.19%	6.90%	6.89%
Savings & Loan O/S Ratio	28.74%	30.26%	32.28%	30.91%	32.99%	38.97%	42.67%

Productivity & Operating Efficiency Ratio

Particular	June'09	June'10	June'11	June'12	June,13	June,14	June,15
Member Per CO	272	305	324	320	348	374	369
Portfolio Per CO (In Lac)	16.39	19.95	22.88	27.40	36.23	43.88	45.01
Portfolio Per Branch (In Lac)	68.00	85.00	102.00	128.00	157.00	178.00	180.00
Portfolio Per Staff (In Lac)	9.03	10.97	12.89	17.31	22.61	26.04	26.87
Savings Per Member	1732	1983	2278	2650	3440	4,568	5,208

Financial Solvency & Sustainability Ratio

Particular	June'09	June'10	June'11	June'12	June,13	June,14	June,15
Debt to Capital Ratio	12.76:1	14.08:1	12.62:1	10.04:1	6.04:1	4.20:1	3.42:1
Operatiing Self-sufficiency Ratio	139.32%	127.08%	124.69%	124.76%	131.62%	139.03%	145%
Capital Adequancy Ratio	7.43	7.19	7.57%	9.39%	12.71%	18.16%	22.48%
Debt service cover ratio	4.77:1	1.03	1.02:1	1.10:1	1.14:1	1.23 :1	1.23:1
Current Ratio	1.65:1	1.75:1	1.62:1	2.13:1	1.49:1	1.50 : 1	1.74:1
Return on Equity	-14.95	19.47	30.09	44.72%	48.29%	48.29%	32.48%

S.K.BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

empacta

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
(Microfinance Program)
Consolidated Statement of Financial Position
As at June 30, 2015

Particulars	End of June 2015	End of June 2014
Property & Assets:	**TOTAL**	**TOTAL**
A. Fixed Assets:	**6,309,350**	**5,207,689**
Fixed Assets at cost	8,761,006	6,850,239
Less: Accumulated Depreciation	2,451,656	1,642,550
B. Investment:	**30,783,036**	**22,882,751**
Savings FDR	16,411,495	12,607,625
LLP Investment (LLPI)	-	23,040
Disaster Mgt Fund (DMFI)	4,439,738	3,584,815
Depreciation Reserve Investment	-	388,352
Surplus Fund	9,605,788	6,278,919
FDR Int. Receivable	326,015	
C. Loan to beneficiaries :	**360,145,468**	**320,360,438**
JAGORAN	194,708,139	167,566,430
AGROSAR	79,076,821	72,103,076
BUNYAD	8,875,208	9,450,532
SUFOLON	64,943,300	65,091,400
AGRICULTURE	-	6,149,000
KGF-SUFOLON	12,542,000	
D. Current Assets:	**4,023,787**	**5,214,351**
Staff Loan	46,216	46,216
Motorcycle Loan to Staff	1,018,454	884,966
Bi-cycle Loan to Staff	33,865	87,403
Advance & Prepayments	537,901	1,547,198
Inter Fund Unit Transaction:	-	2,634,253
Stock of Bag & Accessories	-	14,315
Advance Exp. In Live Stock Prog.	705,375	-
Loan to Br.	-	-
Suspense Account	1,681,976	-
Cash & Bank balance:	30,185,139	5,689,262
Cash in hand	201,379	98,244
Cash at Bank	29,983,760	5,591,018
Total Property and Assets:		
(A+B+C+D)"	**431,446,780**	**359,354,492**

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.

Dated: Dhaka
September 14, 2015

Mohsen Ara Runa
Executive Director

Chairman

S.K.BARUA & CO. Dhaka Chartered Accountants

S.K. BARUA & CO.
Chartered Accountants

S.K.BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

empacta

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
(Microfinance Program)
Consolidated Statement of Financial Position
As at June 30, 2015

Particulars	FY 2014-2015 TOTAL	FY 2013-2014 TOTAL
A. Capital Fund :	**83,820,125**	**60,399,136**
Retained Surplus	75,438,112	53,903,779
Statutory Reserve Fund	8,382,013	6,495,357
B. Long Term Liabilities	**140,683,321**	**128,157,055**
Loan from PKSF:	110,600,000	84,900,000
Rural Micro-Credit (RMC)	37,000,000	44,200,000
MEL-GOB	6,100,000	10,700,000
UP-GOB	500,000	5,000,000
Seasonal	-	20,000,000
Agriculture	-	5,000,000
JAGORAN	22,000,000	-
AGROSAR	5,000,000	-
BUNIYAD	10,000,000	-
SUFOLON	20,000,000	-
KGF-Sufolon	10,000,000	-
Loan from others	22,083,321	34,367,055
Loan from PF	8,000,000	8,890,000
Inter Fund Unit Transaction:	-	2,634,253
C. Current Liabilities	**206,943,334**	**168,164,044**
Members Savings	153,657,173	124,836,937
Loan loss provision	23,835,565	21,058,684
Disaster Mgt Res.	4,130,520	3,348,153
Provision for Expenses	1,244,258	884,955
Members Welfare Fund	17,535,078	13,134,912
Interest on Savings	2,520,442	2,445,810
Interest on MDS	438,793	438,793
Loan From Enrich Prog	1,004,949	-
Payable Income Tax	-	6,000
Staff Deposit (DPS)	1,573,600	1,029,000
Provision for KGF	42,953	-
Interest on PF	960,000	980,800
Total Liabilities and Fund (A+B+C)"	**431,446,780**	**359,354,492**

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.

Dated: Dhaka
September 14, 2015

Mohsen Ara Runa
Executive Director

Chairman

S.K.BARUA & CO. Chartered Accountants Dhaka

S.K. BARUA & CO.
Chartered Accountants

S.K.BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

empacta

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
(Microfinance Program)
Consolidated Statement of Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2015

Particulars	FY 2014-2015	FY 2013-2014
INCOME :		
Service Charges on Loan	78,216,784	70,077,466
Admission Fees	68,380	6,005
Sale of Pass Book etc.	149,730	82,465
Loan Processing Fee/Sale of Loan form	149,150	263,295
Group Regulation Register	14,900	18,900
Guest and Training room	28,800	9,300
Bank Interest	139,112	109,305
Bank Interest on Investment	5,064	4,390
Bank Interest on FDR	2,926,098	1,233,929
Int on Loan to PKSF Prog.	-	234,253
Income from Non-PKSF	1,142,752	1,131,714
Others	278,679	479,697
Sale of old Furniture	-	800
TOTAL INCOME	**83,119,449**	**73,651,519**
EXPENDITURE :		
Service charge on PKSF	4,452,793	4,795,085
Service charges paid to Others	4,971,844	3,815,419
Salaries	27,814,316	24,184,755
Stationery & Office Management	973,578	959,054
Office Rent	1,967,300	1,919,250
TA/DA	819,338	358,877
Postage and Telephone	512,672	441,020
Advertisement, Signboard & Cookeries	-	41,133
Fuel	983,199	920,651
Repair and Maintenance	253,051	225,179
Electricity, Gas & Water Bill	373,054	320,605
Entertainment	167,559	155,323
Newspaper	94,778	61,143
Training, meeting & seminar	300,319	174,150
Audit Fees	-	30,000
Bank Charges/DD charges	212,712	293,174
Bank Charges on Investment	4,809	5,341
Interest paid on Mandatory savings	304,610	2,869,247
Interest on Monthly Deposit Scheme	288,893	50,796

S.K.BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

empacta

	FY 2014-2015	FY 2013-2014
Interest paid on Monthly Profit Deposit	306,400	101,700
Interest on Fixed Deposit	693,917	457,000
Interest on Staff DPS	19,132	-
Rebate	266,321	216,820
Legal Expense	71,905	62,990
Subscription to GO & NGO	44,700	32,500
Expenses in Social Work	1,191,000	50,000
Expenditure in Enrich	56,802	-
Expenditure in KGF	42,953	-
Annul Fees (MRA & CDF)	10,750	11,452
Staff Gratuity	1,077,230	769,755
Income Tax & VAT	517,351	682,133
Distance Allowance	244,326	242,600
Incentive for Staff	142,237	169,740
Automation Exp.	221,000	27,040
Loss on Assets	-	85,860
Office Management	59,265	-
Other Expenses	14,170	7,710
Interest on Savings for Provision	4,895,825	2,445,810
Interest on Monthly Deposit Scheme	-	438,793
Int. paid to Non-PKSF Loan	-	234,253
Int. on PF Loan(payable0	960,000	980,800
LLPE	2,776,881	380,053
DMFE	782,364	700,578
Depreciation	809,106	438,574
Total Expenditure	59,698,460	50,156,363
Excess/(Deficit) of income over expenditure	23,420,989	23,495,156
TOTAL	83,119,449	73,651,519

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.

Dated: Dhaka
September 14, 2015

Mohsen Ara Runa
Executive Director

Chairman

S.K.BARUA & CO. Dhaka Chartered Accountants

S.K. BARUA & CO.
Chartered Accountants

S.K.BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
(Microfinance Program)
STATEMENT of CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30,2015

empacta

PARTICULARS	Amount in BDT
A. Cash Flows from Operating Activities	
Surplus for the period	23,420,989
Add: Amount considered as non-cash items:	
Loan Loss Provision	2,776,881
DMF Provision	782,364
Provision for KGF	42,953
Depreciation for the year	809,106
Sub Total of non cash items	27,832,295
Loan Disbursed to Members	(39,785,030)
Increase/(Decrease) in Current assets	1,190,564
Increase/(Decrease) in current liabilities	6,356,851
Net cash used in operating activities	(4,405,320)
B. Cash Flows from Investing Activities:	
Acquisition of property, plant and equipment	(1,910,767)
Investment	(7,900,284)
Net cash used in Investing activities:	(9,811,051.00)
C. Cash Flows from Financing Activities:	
Loan received	25,700,000
Inter Fund Unit Transaction	(2,634,253)
Member Savings	28,820,236
Others Loan	(13,173,734)
Net Cash used in financing activities	38,712,248
D. Net increase/decrease (A+B+C)	**24,495,877**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year	5,689,262
Cash and Bank balance at the end of the year (D+E)	30,185,139

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.

Dated: Dhaka
September 14, 2015

Mohsen Ara Runa
Executive Director

Chairman

S.K.BARUA & CO. Dhaka Chartered Accountants

S.K. BARUA & CO.
Chartered Accountants

S.K.BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

empacta

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
(Microfinance Program)
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY
For the year ended June 30, 2015

Particulars	FY 2014-2015	FY 2013-2014
Balance as on 30.06.2014	**60,399,136**	**36,903,980**
Add: Prior year adjustment	-	
Add: Prior year Dep. Fund Int.	-	
Add. Current year surplus	23,420,989	23,495,156
	83,820,125	60,399,136
Less: Prior year Adjustment	-	-
	83,820,125	60,399,136
Less. Transfer to statutory reserve fund	8,382,013	6,495,357
Balance as on 30.06.2015	75,438,112	53,903,779

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.

Dated: Dhaka
September 14, 2015

Mohsen Ara Runa
Executive Director

Chairman

S.K.BARUA & CO. Dhaka Chartered Accountants

S.K. BARUA & CO.
Chartered Accountants

এডিআই-এর বিভিন্ন প্রকল্প অফিস ও ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা

চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি

মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র
বাড়ী নং- ৯ (১ম তলা), রোড নং-১৪, সেক্টর নং-৩ উত্তরা, ঢাকা। ফোন ঃ ০১৭৯৩ ৫১২ ৮৮৬ ই-মেইল ঃ helpus.bd@hotmail.com

সমৃদ্ধি কর্মসূচি
গ্রাম ঃ সিংঙ্গিয়া, ইউনিয়ন ঃ হবখালী উপজেলা ঃ নড়াইল সদর, জেলা ঃ নড়াইল ই-মেইল ঃ adi.bd.org@gmail.com

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম

১) **মহিচাইল ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ মহিচাইল, পোঃ মহিচাইল, উপজেলা ঃ চান্দিনা
জেলা ঃ কুমিল্লা।

২) **নবাবপুর ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ লেবাস, পোঃ নবাবপুর
উপজেলা ঃ চান্দিনা, জেলা ঃ কুমিল্লা ।

৩) **চান্দিনা ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ বেলাশ্বর, উপজেলা ঃ চান্দিনা, জেলা ঃ কুমিল্লা ।

৪) **ধামতি ব্রাঞ্চ**
কাচিসাইর, পোঃ ধামতি, উপজেলা ঃ দেবিদ্বার, জেলা ঃ কুমিল্লা।

৫) **দেবিদ্বার ব্রাঞ্চ**
গুনাইঘর,পোঃ ও উপজেলা ঃ দেবিদ্বার, জেলা ঃ কুমিল্লা ।

৬) **মাগুরা সদর-১ ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ কেশবমোড়, পোঃ মাগুরা, উপজেলা ও জেলা ঃ মাগুরা।

৭) **মাগুরা সদর-২ ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ কেশবমোড়, পোঃ মাগুরা, উপজেলা ও জেলা ঃ মাগুরা।

৮) **আলোকদিয়া ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ গৃহগ্রাম, পোঃ আলোকদিয়া
উপজেলা ও জেলা ঃ মাগুরা।

৯) **আমুড়িয়া ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ আমুড়িয়া, পোঃ আমুড়িয়া
উপজেলা ও জেলা ঃ মাগুরা।

১০) **রাধা নগর ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ কাদিরপাড়া, পোঃ রাধানগর
উপজেলা ঃ শ্রীপুর, জেলা ঃ মাগুরা।

১১) **গংগারামপুর ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ গঙ্গারামপুর. পোঃ হরিতলা
উপজেলা ঃ শালিখা, জেলা ঃ মাগুরা।

১২) **কামারখালী ব্রাঞ্চ**
গ্রাম মছলন্দপুর, পোঃ কামারখালী
উপজেলা ঃ মধুখালী, জেলা ঃ ফরিদপুর।

১৩) **আড়পাড়া ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ আড়পাড়া, পোঃ আড়পাড়া
উপজেলা ঃ শালিখা, জেলা ঃ মাগুরা।

১৪) **রাজাপুর ব্রাঞ্চ**
গ্রাম ঃ রাজাপুর ঃ পোঃ রাজবনগ্রাম
উপজেলা ঃ মহম্মদপুর, জেলা ঃ মাগুরা

১৫) **লালবাগ ব্রাঞ্চ**
বাড়ী-১,ওয়ার্ড - ৪, লেন-৪
আমিনবাগ, আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা।

১৬) **উত্তরা ব্রাঞ্চ**
বাড়ী-৫৩, রোড-৩, নোয়াপাড়া, দক্ষিন খান, ঢাকা

১৭) **আশুলিয়া ব্রাঞ্চ**
ভুঁইয়াপাড়া মোড়, বাঁশতলা, জামগড়া
পোঃ আলীয়া মাদ্রাসা, আশুলিয়া, ঢাকা।

১৮) **টঙ্গি ব্রাঞ্চ**
বাড়ী-সেবা ৩০৯ , মোক্তার বাড়ী রোড
আউচ পাড়া, টঙ্গি, গাজীপুর।

১৯) **জামালপুর ব্রাঞ্চ**
জামালপুর বাজার, পোঃ জামালপুর, উপজেলা ঃ বালিয়াকান্দি
জেলা ঃ রাজবাড়ি।

২০) **নড়াইল ব্রাঞ্চ**
টিসিসি এর সামনে, পোঃ ও উপজেলা ঃ নড়াইল সদর
জেলা ঃ নড়াইল।

২১) **নিমসার ব্রাঞ্চ**
নিমসার বাজার, পোঃ নিমসার, উপজেলা ঃ বুড়িচং
জেলা ঃ কুমিল্লা।

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
House 76 (1st floor), Block B, Road 04, Niketon, Gulshan 01, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel : 88 02 986 1412, E-mail : adi.bd.org@gmail.com
Website : www.adi-bd.org